ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়-প্রণীত

মূল্য ।।০ আট আনা

ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়-প্রণীত

মূল্য ।।০ আট আনা

প্রকাশক—
শ্রীইন্দুভূষণ রায়,
৮নং আশুতোষ দের লেন,
কলিকাতা।

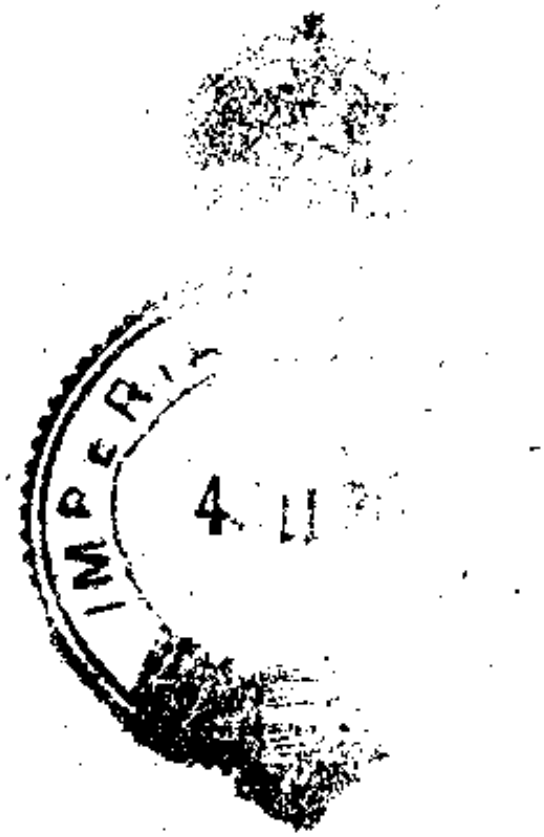

প্রিণ্টার—শ্রীচণ্ডীচরণ গুপ্ত
কৌমুদী প্রেস।

ভূমিকা

বঙ্গ ভাষায় এ শ্রেণীর পুস্তক একখানিও ছিল না বলিয়া যে এ পুস্তক প্রকাশ করিলাম, শুধু তাহা নহে। অনেক দিন হইতেই এরূপ পুস্তকের আবশ্যকতাও অনুভব করিতেছিলাম।

এখন কেবল ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠক নহে—অনেক পাশ করা-পাঠকও ব্রিটিশ-রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে মাথা চুলকাইতে থাকেন। ইংরাজ আমাদের রাজা ও শাসন কর্ত্তা; অথচ সে রাজার জাতির উৎপত্তি, ক্রমোন্নতি ও শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে দেশের পাঠকগণের এরূপ শোচনীয় জ্ঞান যে লজ্জার পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য।

পাশ করা-পাঠকদের এমন অনভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না। ইহা আদৌ অত্যুক্তি নহে। পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী-দিগের জন্য ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাজেই ছাত্রেরা তখন ইংরাজের অনেক কথাই শিখিতে ও জানিতে বাধ্য হইত। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া অবধি ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ্য-তালিকা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এখন তাই আই-এ ও বি-এ পাশ করা অনেক ছাত্রকেই দেখিয়াছি যে যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়—লয়েড জর্জ্জ, মণ্টেগু ও ব্যালফোর প্রভৃতির সহিত ব্রিটিশ-শাসন-তন্ত্রের এখন সম্পর্ক কতটুকু,—ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য পরিচালনে তাঁহাদের অধিকার কতটুকু, এবং এ অধিকার তাঁহাদের কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল. তাহা হইলে সত্য সত্যই তাহারা কোনও

সদুত্তর দিতে পারে না। এই সব দেখিয়া শুনিয়াই এ পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। পাঠক-সাধারণের মনে যাহাতে অল্পায়াসে ব্রিটিশ-রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা জন্মিতে পারে, সেই ভাবেই ইহা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ কয়খানির সাহায্যে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে :—

Constitutional History—*Stubbs.*

The English Constitution—*Bagehot.*

History of England—*Macaulay.*

" " —*Gardiner.*

BENGAL

পার্লামেণ্টের ইতিহাস।

প্রথমভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজের আদিকথা।

মহারাণী আলেকজান্দ্রার বিবাহের সময় তাঁহার অভিনন্দনকল্পে র জকবি টেনিসন্ (Tenneyson) লিখিয়াছিলেন,—

"Saxon and Norman and Dane are we,
But all of us Danes to welcome thee."

Alexandra.

বস্তুতঃ আধুনিক ইংরাজ জাতি অনেক বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। কেল্টিক, আঙ্গল, সাকসন, জুট, ডেন ও নরম্যান প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষ ইংলণ্ডে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। তাহাদের উপনিবেশের ক্রমিক ইতিহাস বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক

ইংলণ্ডের আদিম নিবাসীরা কেল্টিকশ্রেণীভুক্ত। জুলিয়াস্ সিজারের সময় রোমানরা যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করে, তখন ইহারা ব্রিটন বলিয়া অভিহিত হইত। দেশের নামও ছিল ব্রিটেন। ইংলণ্ড নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই নামকরণেরও একটা ইতিহাস আছে।

কেল্টিক জাতি বড় বুদ্ধিমান, সাহসী ও অনুকরণপটু। ফ্রান্সের অধিবাসীরা এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ওয়েলস ও আয়ার্লণ্ডেও এখনও খাঁটী কেল্টিক বংশধর আছে। যাহা হউক, রোমানদের সংসর্গে থাকিয়া ইহারা খ্রীষ্টান ও সভ্য হইয়া উঠিল, কিন্তু সেই সঙ্গে জাতিগত সমরপ্রিয়তাও ভুলিয়া গেল। ফলে, রোমানরা যখন নজেদের দেশ রক্ষার জন্য রোমে ফিরিয়া গেল, তখন ইহারা আত্মরক্ষায় একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময় আবার ডেনমার্কের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি অনুর্ব্বর অথচ বহু জনপূর্ণ প্রদেশ হইতে সাহসী, সমুদ্রগমন-প্রিয় একদল লোক নূতন আবাস অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল তাহারা টিউটিনিক জাতির অন্তর্ভুক্ত—জর্ম্মণদের জাতি ভাই তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে ইংলণ্ডে আসিয়া পৌছিল এবং সেখানে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। যতদিন রোমানরা ছিল, ততদিন এই সকল জলদস্যু কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু, রোমানদের চলিয়া যাওয়ার পরই ইহারা দলে দলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল। আদিম ব্রিটনদের কতক নিহত হইল, কতক বশ্যতা স্বীকার করিল, কতক বা ওয়েলসের দুর্গম প্রদেশে পলাইয়া স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিল।

টিউটনদের তিন শাখা প্রধানতঃ ব্রিটেনে আসিয়াছিল—আঙ্গল সাকসন ও জুট্। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দলই সংখ্যায় অধিক

ছিল বলিয়া দেশের নাম হইল আংলা—ল্যাণ্ড বা ইংলণ্ড ও জাতির নাম হইল ইংলিশ। তবে আংলো—সাকসন নামটা এখনও প্রচলিত আছে এবং এই নামেই তদানীন্তন ভাষা অভিহিত হইয়া থাকে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আংলো—সাকসনরা আসিয়া ইংলণ্ড দখল করে,—যাহারা আসিল তাহাদের নামেই দেশ, জাতি ও ভাষা প্রভৃতির নামকরণ হইল। যাহারা ছিল, তাহাদের চিহ্নমাত্রও রহিল না। অথচ বিজেতা অপেক্ষা বিজিতগণ বহু পরিমাণে সুসভ্য ছিল। আংলো—সাকসনরা তখনও খ্রীষ্টান হয় নাই, তবে ব্রিটেনদের সংস্পর্শে থাকিয়া তাহাদের কঠোরতা অনেকটা কমিয়া আসিল। ওদিকে রোম হইতে পোপ গ্রেগরি মিসনারি পাঠাইয়া তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিলেন। লাটিন ভাষার প্রচার বাড়িল—এলফ্রেডের (Alfred) সময় অনেক লাটিন ধর্ম্ম পুস্তক দেশীয় ভাষায় অনূদিত হইল। সেই গুলিই বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষার আদি গ্রন্থ।

নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। ডেনমার্কের লোকেরা (ডেন) ইংলণ্ডে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাহারা তখনও অসভ্য, সুতরাং তাহাদের বর্ব্বরোচিত অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন যাইতে লাগিল। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে কেনউট্ নামে ডেন রাজা ইংলণ্ড পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর কাল ইংলণ্ড ডেনীয় রাজাদের অধীন ছিল। এই সময় বহু সংখ্যক ডেন ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করে—তাহাদের প্রভাব জাতীয় ভাষার উপরও গিয়া পড়িয়াছিল।

কিছুকাল পরে সাকসন (Saxon) রাজা পুনরায় সিংহাসন আরোহণ করিলেন,—কিন্তু সে অতি অল্পকালের জন্য। শীঘ্রই ফ্রান্সের অন্তর্গত নর্ম্মাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম সদল বলে আসিয়া ইংলণ্ড

অধিকার করিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক নর্ম্মান আসিল। নর্ম্মানরা মূলতঃ টিউটনিক সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু ফ্রান্সে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ফরাসী সভ্যতার সংস্পর্শে তাহারা একেবারে ফরাসী হইয়া গিয়াছিল। টিউটনিক আক্রমণে ইংরাজ জাতির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, ফরাসী আক্রমণে তাহার উপর সুমহান মন্দির গঠিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন কয়প্রকার জাতি মিলিয়া ইংরাজের সৃষ্টি হইল—তাহার পর হইতে ইংরাজি সভ্যতার পরিপুষ্ট প্রবাহ একভাবে চলিয়া আসিতেছে। নর্ম্মান আক্রমণের পর, আর কোনও উদ্ধত বিদেশী ইংলণ্ডের ত্রিসীমার মধ্যে শত্রুভাবে পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইংরাজদের শাসন-নীতির ইতিহাস সাকসনদিগের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। সেই সময় রাজা, সুধীমণ্ডলী (Witenagemot) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঞ্চায়েতের (Township) সৃষ্টি হয়।

রাজশক্তি

রাজা তখন যুদ্ধবিগ্রহের কর্ত্তা, আইনের স্রষ্টা এবং বিচারক ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপর রাজার কোনও অধিকার ছিল না।

সুধীমণ্ডলী

রাজ্য পরিচালন বিষয়ে এই সুধীমণ্ডলীর প্রভূত শক্তি ছিল। রাজ-পরিবারের লোক, বিশপ, শ্রেষ্ঠ রাজ-কর্ম্মচারী ও সেরিফ প্রভৃতি লইয়া

এই সুধীমণ্ডলীর সভা গঠিত হয়। আইন-গঠন, কর-নির্দ্ধারণ, শান্তি-স্থাপন ও বিশপ-নিযুক্ত করণ বিষয়ে এই সভা তখনকার রাজশক্তির সহায়তা করিত। কার্য্যতঃ না হউক, এমন বিধিও ছিল যাহার বলে এই সুধীমণ্ডলী রাজা নির্ব্বাচন বা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতেও পারিত। পর রাজশক্তির বৃদ্ধি হেতু, এই সভার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

পঞ্চায়েৎ

পঞ্চায়েতে পল্লীর লোকেরা স্থানীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিত। কেবলমাত্র বিচার বিষয়ক কার্য্যই ইহাতে নিষ্পন্ন হইত। শাসনের ক্ষমতা ইহার আদৌ ছিল না।

নরম্যান প্রভাব ও মহতী সভা (The Great Council)

এই পঞ্চায়েৎ প্রথা নরম্যান প্রভাবে লুপ্ত হইয়া যায়। উইলিয়ম এই সময় রাজা হইলেন এবং শাসন-নীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। যে রাজপক্ষ অবলম্বন করিত তাহাকেই তিনি ভূসম্পত্তি দান করিতেন। সুধীমণ্ডলী থাকিলেও তিনি এক মহতী সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সভার সভ্য ছিলেন এই ভূস্বামীর দল, আর্ল ও বিশপ প্রভৃতি। এই মহতী সভাই ক্রম-বিকাশের ধারায় ব্রিটিশের আধুনিক মহাসভায় (Parliament) পরিণত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনশক্তি সেই দিন হইতে অতি ধীরে বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও একাদিক্রমে উন্নতির পথে ছুটিয়া আজিকার এই রাষ্ট্র শক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

রাজা জন

কিন্তু ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জনের সময় প্রজাশক্তির যথার্থ উন্মেষ ঘটিয়াছিল। জনের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া প্রজাসঙ্ঘ ষ্টিফেন ল্যাংটন

নামক এক শক্তিশালী ব্যক্তিকে মুখপত্র স্বরূপ করিয়া রাজ-সম্মুখীন হইল এবং মাগনা কার্টা (Magna Charta) নামক ব্যবস্থাপত্র একদিনেই পঠিত, আলোচিত ও রাজা কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া গেল।

মাগনা কার্টার বিধি

এই মাগনা কার্টা অর্থাৎ অধিকারের বলে প্রজাবর্গের যথেষ্ট শক্তিলাভ হইল। ইহাতে বিধিবদ্ধ হইল যে, চার্চ্চের (Church) স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকিবে। ওজনের পরিমাণ ও দ্রব্যের মূল্য রাজত্বের সর্ব্বত্রই একরূপ থাকিবে। রাজত্বের মধ্যে ব্যবসায়ীর গতিবিধি থকিবে প্রভৃতি।

প্রজাশক্তির উন্মেষ

মাগনা কার্টা ইংরাজ প্রজাশক্তি ও স্বাধীনতার আদি ও প্রধান ভিত্তি। এই অধিকারের বলে রাজা ও প্রজার মধ্যে যেন একটা অঙ্গীকারের বন্ধন হইল। কোনও কিছু করিতে হইলে রাজাকে বাধ্য করিবার জন্য পঁচিশজন মাত্র ব্যারণ নিযুক্ত হইত। মাগনা কার্টার ব্যবস্থায় রাজশক্তি একেবারে খর্ব্ব হইয়া গেল। মেকলে এই মাগনা কার্টাও ১৬৮৮ খ্রীঃ বিপ্লবের উল্লেখ করিয়া বলেন," Here commences the history of the English nation."—অর্থাৎ ইংরাজের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের ইহাই সূত্রপাত।

(মাগনা কার্টা লাটিন ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, উহা এখনও ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।)

১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নবশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই শক্তি সঞ্চারের কর্ত্তা সাইমন ডি মণ্টফোর্ট।

সাইমনের মহাসভা—Simon de Montfort's Parliament.

পূর্ব্বে কেবলমাত্র আর্ল, ব্যারণ, বিশপ ও রাজপ্রদত্ত ভূমির অধিকারীরা গ্রেট কৌন্সিলের সভ্য হইতেন এবং রাজাজ্ঞায় উপস্থিত হইয়া-রাজাকে অর্থ ও পরামর্শ দিতেন। কিন্তু এই সময় তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে সাইমন্ যে মহাসভার স্থাপনা করিলেন, তাহাতে প্রতি জিলা (county) ও সহর (borough) হইতে ও ভূস্বামীদিগের দুই জন করিয়া প্রতিনিধি মহাসভার সভ্য স্বরূপ গৃহীত হইল। মন্ত্রী নিয়োগ সম্বন্ধেও রাজার সহিত যথেষ্ট বাদানুবাদের পর রাজহস্তেই মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা রহিল বটে, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি মহাসভার অধীন হইল। ১২ ৫খ্রীঃ এই আদি মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইল। "The Parliament of 1265 forms a landmark in English history."—*Stubbs.*

১২৯৫ খৃঃ মহাসভা

১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে এই মহাসভা পূর্ণ-ভাবে গঠিত হইল। বিধি ও ব্যবস্থা পূর্ব্বক সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে আরম্ভ হইল। যাজক, লর্ড ও সাধারণের পক্ষ হইতে নিয়মিতভাবে ও বিধি পূর্ব্বক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন চলিতে লাগিল। যে বিধি পদ্ধতির দ্বারা প্রথম এডওয়ার্ড এই মহাসভার গঠন করেন, সেই বিধি-ব্যবস্থার প্রভাব প্রায় দুই শতাব্দী কাল বিদ্যমান ছিল।

ইংলণ্ডে ইহুদী

ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডে অনেক ইহুদী বাস করিত; তাহারা মহাজন ছিল এবং সুদী কারবার করিত। ঋণদান ব্যবসায়টা তাহাদের একায়ত্ত ছিল।

Commons) ব্যবস্থা করিলেন। শ্রেষ্ঠ যাজকগণ ও বড় বড় জমিদারেরা কুলীন কক্ষের আয়োজন করিলেন।

পরে দ্বিতীয় রিচার্ড এর রাজত্বকালে কমন্সদল সর্ব্বপ্রথম রাজকোষের (Treasury) হিসাব পরিদর্শনের দাবী করেন এবং সে দাবী মঞ্জুর করিতে শাসন তন্ত্র বাধ্য হইয়াছিল।

ইংরাজি ভাষা

মহাসভার শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে ইংরাজি ভাষাও উন্নত হইতে আরম্ভ করিল। ইতিপূর্ব্বে রাজা, ব্যারণ ও দেশের গণ্যমান্য লোক মাত্রই ফরাসী ভাষায় কথোপকথন করিতেন। এমন কি, তাঁহারা ইংরাজি ভাষায় যে অনভিজ্ঞ ইহা প্রকাশ করিতে গর্ব্ববোধ করিতেন। কিন্তু ১৩৬২ খ্রীঃ ইংলণ্ডের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। কারণ আইনের দ্বারা বিচারালয়ে (English in Courts of Law) ও মহাসভায় ফরাসী ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষার প্রবর্ত্তন হইল। এই সময় কবি চসারের (Geoffrey Chaucer) অভ্যুদয় হইয়াছিল।

কমন্সদলের শক্তি

চতুর্থ হেনরীর রাজত্বকালে কমন্সদল আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ১৪০৭খ্রীঃ রাজ্যরক্ষাকল্পে ব্যয় মঞ্জুর করবার অধিকার কেবলমাত্র কমন্সদলের হস্তেই ন্যস্ত রহিল। সকল আয় ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শনের ভারও তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। এমন কি রাজসংসারের ব্যয়ের হিসাব ও তাঁহারা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজশক্তি সীমাবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল।

কিন্তু চতুর্থ এডওয়ার্ডের রাজ্যকালে (১৪৬১—১৪৮৩ খ্রীঃ)

রাজ্যকালে (১৪৮৩—১৪৮৫ খ্রীঃ) প্রজাবর্গের স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পরবর্ত্তী রাজা সপ্তম হেনরীর শাসন সময়ে (১৪৮৫—১৫০৯ খ্রীঃ) মহাসভা আবার শক্তিহীন ও হেনরীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়ে। কুলীন সম্প্রদায়ের (House of Lords) অনেক সভ্য হত হওয়ায় সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়, এবং সাধারণ দল (House of commons) সংখ্যায় যথেষ্ট পুষ্ট থাকিলেও রাজাজ্ঞাবহ হইয়া পড়ে। এইরূপে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল।

কমন্সদলের শক্তি, নৌশক্তি, সাহিত্যে উন্নতি—১৫৮৮ ১৬০৩ খৃঃ

রাজ্ঞী এলিজাবেথ যখন সিংহাসন আরোহণ করেন, ইংলণ্ড তখন বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল। তাঁহার সময় কমন্সদল পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিল। ইংলণ্ডের নৌশক্তিরও এই প্রথম প্রতিষ্ঠা। ইংরাজি সাহিত্যের গৌরবরবি সেকসপিয়রও এইকালে উদয় হইয়াছিলেন। এলিজাবেথের অবসানের সময় ইংলণ্ড শক্তিশালী ও একতা-বন্ধনে আবদ্ধ। এমন কি আয়ারল্যাণ্ডও (Ireland) এখন ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ অধীন হইল। অতঃপর প্রথম জেমস্ রাজা হইলে আইরিশ প্রধানগণ ইংরাজদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া উঠেন।

প্রথম জেমস্ ও আয়ারল্যাণ্ডে অশান্তি ১৬০৩—১৬২৫

টাইরণের আর্ল (Earl of Tyrone) ইংরাজের বশ্যতা স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্পেনে পলায়ন করেন। তাঁহার ভূসম্পত্তি ইংরাজ ও স্কচ (স্কটল্যাণ্ডবাসী) ঔপনিবেশিকদিগকে দান করা হয়। ইহাতে

আইরিশগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হয় ও শান্তিভঙ্গ করে। শান্তি রক্ষার নিমিত্ত রাজা জেম্‌স্‌কে কমন্সদের সহিত বিবাদ করিতে হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রথম চার্লস ও প্রজাশক্তির উন্মেষ, ১৬২৫—১৬৪৯

প্রথম জেমস্‌এর পুত্র প্রথম চার্লসের সময় মহাসভা রাজাকে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অর্থ দিবার পূর্ব্বে পিটিসন্ অফ রাইট্ বিধিবদ্ধ করাইয়া লইল। এই আইনে ধার্য্য হইল যে, মহাসভার বিনা অনুমতিতে কর নির্দ্ধারণ কিম্বা ঋণ দানে প্রজাকে বাধ্য করিবার অধিকার কাহারও রহিবে না। বিনা বিচারে কাহাকেও কারারুদ্ধ করা হইবে না।

রাজ হত্যা

কমন্সদল অতঃপর দাবী করিয়া বসিল যে, রাজমন্ত্রী নিয়োগ মহাসভার অনুমতি ব্যতীত হইবে না। রাজা চার্লস তাহাতে বাধা প্রদান করিলেন ও চারিশত সৈন্য সহ সেই কমন্সদলের পাঁচজন সভ্যকে বন্দী করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এই ঘটনায় প্রজা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। স্কচ্ সৈন্য রাজসাহায্যকল্পে ইংলণ্ড আক্রমণ করে, কিন্তু, ক্রমওয়েল তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ক্রমওয়েল প্রজাপক্ষের প্রধান সেনাপতি ও নেতারূপে দণ্ডায়মান

সাধারণ তন্ত্র

এই রাজ-হত্যার পর ১৬৪৯ খ্রীঃ সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। দেশে রাজা রহিল না। মহাসভায় কুলীন সম্প্রদায়ের (House of Lords) স্থান রহিল না। মাত্র ৮০ জন কমন্সদলের সভ্য মহাসভায় রহিলেন। ইহাদেরি বাৎসরিক নির্ব্বাচনে জন কয়েক নির্ব্বাচিত সভ্য দেশ শাসনে নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু ক্রমওয়েল একপ্রকার মহাসভার বিনা সাহায্যে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি রাজা না হইয়াও রাজত্ব করিতে লাগিলেন। মহাকবি মিল্টন তাঁহার সচিব (Secretary) হইয়াছিলেন। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েলের অযোগ্যতায় সাধারণ তন্ত্র লুপ্ত হইল। প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডের রাজা হইলেন।

সাধারণতন্ত্রের পর মহাসভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া প্রথম চার্লস্‌এর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় চার্লস্ ইংলণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। যে জজের বিচারে তাঁহার পিতাকে হত্যা করা হইয়াছিল, সেই জজের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হয় ও ক্রমওয়েলের শব কবর হইতে উঠাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দ্বিতীয় জেম্‌স ১৬৮৫—১৬৮৮ মহাসভার শক্তিপ্রতিষ্ঠা

১৬৮৮ খ্রীঃ দ্বিতীয় জেমসএর সময় শাসননীতির মহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। শাসন ব্যাপারে মহাসভার প্রভুত্ব এই সময় হইতে অক্ষুণ্ণ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। মহাসভায় Bill of rights বিধিবদ্ধ হইল। এই বিধিতে ধার্য্য হইল; রাজা টাকা আদায় অথবা সৈন্য রাখিতে হইলে মহাসভার বিনা অনুমতিতে পারিবেন না। সভ্য নির্ব্বাচনও

কোনও কিছু আলোচনায় মহাসভার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিবে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ ইংলণ্ডের রাজা হইতে পারিবেন না।

১৬ ৮ খৃঃ মহাবিপ্লব ও রাজনির্ব্বাচন শক্তি

কিছুকাল পরেই দ্বিতীয় জেমস সমগ্র দেশকে যখন তাঁহার বিরোধী ভাবিয়া রাজ্য ছাড়িয়া ফ্রান্সে পলায়ন করিলেন, সেই সময় রাজা নির্ব্বাচনের শক্তি ও মহাসভ গ্রহণ করিল এবং ইংলণ্ডের শূন্য সিংহাসনে মহাসভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া তৃতীয় উইলিয়ম ও তদীয় পত্নী মেরী রাজা ও রাণী রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সেটেলমেণ্ট এ্যাক্ট Act of Settlement.

১৭০১ খ্রীঃ সেটেলমেণ্ট এ্যাক্টে বিধিবদ্ধ হইল যে উইলিয়ম ও তৎপরবর্ত্তী রাজ্ঞী এ্যানের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে ইংলণ্ডের রাজমুকুট প্রথম জেমস্‌এর পৌত্রী ইলেক্‌ট্রেস্ সোফিয়া ও তাঁহার প্রোটেষ্টেণ্ট বংশধরের উপর অর্পিত হইবে। এইরূপে ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের জনসাধারণ রাজা নির্ব্বাচন করিবার অধিকারেও অধিকারী হইয়া উঠিল।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

এতাবৎকাল ইংলণ্ডে কোনও পুস্তক সরকারের বিনা অনুমতিতে প্রকাশিত হইতে পারিত না। তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে সে বিধি লুপ্ত হইল।

রাজ্ঞী অ্যান্ ও Act of union.

১৭০৭ খ্রীঃ ইউনিয়ন এ্যাক্টের দ্বারা ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের দুই মহাসভার মিলন ঘটিল। স্কটল্যাণ্ড এই আইন বলে ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী অর্থাৎ Act of Settlement বলে হ্যনোভারের ইলেক্ট্রস্ সোফিয়ার পুত্র প্রথম জর্জ্জ ইংলণ্ডের রাজা হইলেন।

ওয়ালপোল—প্রথম প্রধান-অমাত্য

এই সময় সার রবার্ট ওয়াল্পোল প্রধান অমাত্যরূপে সর্ব্ব প্রথম নিযুক্ত হন। মহাসভায় এই সময় বিশেষ ভাবে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছিল, এমন কি, মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচনে উৎকোচ প্রদানের ব্যবস্থাও চলিয়াছিল।

প্রথম জর্জ্জের পুত্র দ্বিতীয় জর্জ্জ রাজা হওয়ার পর স্পেনের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ হয় এবং ইংরাজ পরাজিত হওয়ায় ওয়ালপোল মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন।

আমেরিকার সহিত যুদ্ধ ও স্বাধীনতা

১৭৬০ খ্রীঃ হইতে ১৮২০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তৃতীয় জর্জ্জ রাজত্ব করেন। এই সময় ইংরাজের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ হয়। আমেরিকাগামী চা ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর আমেরিকার নিকট হইতে ইংলণ্ড শুল্ক আদায়ের প্রস্তাব করিলেন। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী স্যাট্হ্যাম (Chatham) তখন রোগ শয্যায় থাকিলেও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ তাঁহার স্থলে গ্রাফটন (পরে লর্ড নর্থ) কে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। আমেরিকায় চা পাঠান হইল ; কিন্তু বোষ্টন্ (Boston) বন্দরে আমেরিকানদের দ্বারা সেই চা জলে নিক্ষিপ্ত হইল। আমেরিকা-বাসীর ইংলণ্ডের প্রতি অতিশয় বিরাগভাব জন্মিল। জর্জ্জ ওয়াসিংটন

(George Washington) আমেরিকার জননায়ক রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। চা নিক্ষেপের সম্বাদে ইংলণ্ড দারুণ ক্রুদ্ধ হইয়া একজন শাসন কর্ত্তা ও সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আমেরিকাবাসী স্বাধীনতার পতাকা তলে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। স্যাটহ্যাম ও বাগ্মী-প্রবর বার্ক এই শুষ্ক বুদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা নিস্ফল হইল। ফ্রান্স ও স্পেন এই অবসরে আমেরিকাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে, আমেরিকার জয় হইল, তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিল। সেই দেশই এখনকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ (The United States of America.)

মিলিত মন্ত্রী সভা (Coalition Ministry.)

আমেরিকার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর লর্ড নর্থকে প্রধান অমাত্যপদ হইতে অবসর লইতে হইল। লর্ড সেলবোর্ণ (Lord Shelborne) উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তিনিও অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিলেন না। তাঁহার মন্ত্রীত্ব অনেকে পছন্দ করিল না এবং বলিতে লাগিল যে প্রধান অমাত্য নির্ব্বাচনে রাজার কোনও অধিকার নাই। এই দলের নেতা ছিলেন ফক্স (Charles James Fox.) ফক্স এই সময় সেলবোর্ণের অধীনস্থ একজন সচিব ছিলেন এবং সেলবোর্ণের সহিত বিবাদের পর তিনি ও তাঁহার দলস্থ বন্ধুগণ কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। এই ঘটনায় সেলবোর্ণ বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। ফক্স পুনরায় লর্ড নর্থকে লইয়া মিলিত মন্ত্রীদল গঠন করিলেন, কিন্তু সেই মিলিত মন্ত্রীদল ও অধিককাল স্থায়ী হইল না। রাজা স্যাটহ্যামের পুত্র উইলিয়ম পিট্‌কে (William Pitt) প্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত করিলেন। পিটের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বৎসর।

মহাসভার উন্নতি

এই সময় মহাসভা অনেকটা কলঙ্ক-শূন্য হইয়াছিল এবং সাধারণে রাজনীতিক আলোচনা বাঞ্ছনীয় মনে করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রীতদাস প্রথার অবসান

তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালেই পিট্ উইলবারফোর্স এবং ক্লার্কসন্ প্রভৃতির ঘোর আন্দোলনের ফলে ১৮০৭ খ্রীঃ ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ হয়।

আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ

আয়ারল্যাণ্ডে স্বতন্ত্র মহাসভা থাকিলেও আইরিশদিগের উপর অত্যাচার হইত। প্রোটেষ্টাণ্ট ব্যতীত সেই আইরিশ মহাসভায় অন্যের প্রবেশ নিষেধ ছিল, এ জন্য আইরিশদিগের মুখপত্র মহাসভায় স্থান পায় নাই। আইরিশগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, পরিশেষে ১৭৮৯ খ্রীঃ ব্রিটিশ মহাসভার সহিত আইরিশ মহাসভা মিলিত হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শাসন পদ্ধতির সংস্কার

তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যুতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্থ জর্জ্জ রাজা হইলেন। স্যার রবার্ট পিল (Sir Robert Peel) এই সময় অন্তর্সচিবের (Home Secretary) পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ফৌজদারী আইনের কিছু কিছু সংস্কার করেন। ইংলণ্ডে চুরী অপরাধে তখনকার দিনে লোকের প্রাণদণ্ড হইত। স্যার রবার্ট পিলের চেষ্টায় লর্ডসদিগের

যথেষ্ট বাধা প্রদান সত্ত্বেও এই বিধির পরিবর্ত্তন ঘটে। হসকিষণ (Huskisson) নামক অন্য একজন সচিব ইংলণ্ডে আগত দ্রব্য সম্ভারের উপর যে শুল্ক ছিল তাহা যথেষ্ট পরিমাণে অল্প করিয়া দেন। অবাধ বাণিজ্যের উন্নতি প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সময় হইতেই আরম্ভ হইল।

মহাসভায় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রবেশ-অধিকার লাভ

ডিউক অফ ওয়েলিংটন ও স্যার রবার্ট পিল ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইলেও, পরিশেষে বিদ্রোহের আশঙ্কায় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে মহাসভায় বসিবার অধিকার প্রদান করিলেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে (Catholic Emancipation Bill) নামক বিধি মহাসভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া আইনে পরিণত হইল।

চতুর্থ উইলিয়ম ১৮৩০–৩৭ ও রিফরম বিল ১৮৩২ (Reform Bill, 1832)

চতুর্থ জর্জের পর চতুর্থ উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে অভিজাত সম্প্রদায়ের (House of Lords) সহিত অনেক বাদানুবাদের পর রিফরম বিল (Refom Bill) বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। শুধু বাদানুবাদ নহে, অভিজাত সম্প্রদায় এই বিল সম্বন্ধে বাধা দেওয়ায় দাঙ্গা ও রক্তপাত এমন কি বিপ্লবের সূচনাও হইয়াছিল। রাজা ভীত হইয়া উঠিলেন এবং নব্য অভিজাত সম্প্রদায় (Peers) গঠন করিবার সম্ভাবনা দেখাইলেন। কুলীন সম্প্রদায় তখন নিরস্ত হইলেন। এই বিধি-বলে সাধারণ সম্প্রদায় (House of Commons) প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে কুলীন সম্প্রদায় (House of Lords) কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার অনেকটা সুলভ হইয়া উঠিল। গণ্ডগ্রামে যাহার দেড়শত টাকার সম্পত্তি থাকিবে সেই, এই বিধি প্রভাবে সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকারীরূপে গণ্য হইবে।

পুয়র-ল Poor Law

অতঃপর Poor Law নামক বিধি প্রবর্ত্তিত হইল। এই আইনে ধার্য্য হইল যে, কার্য্যক্ষম ব্যক্তি অলস ভাবে অন্যের শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনের উপসত্ব ভোগ করিতে পারিবে না।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র ডিউক অফ কেণ্ট এর কন্যা ও চতুর্থ উইলিয়মের ভ্রাতুষ্পুত্রী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ব্যালট্ এ্যাক্ট Ballot Act.

এই সময় হইতেই মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচনে নূতন এক বিধির প্রবর্ত্তন হইল। সে বিধির নাম হইল ব্যালট্ এ্যাক্ট (Ballot Act)। এই এ্যাক্ট অর্থাৎ আইন অনুসারে যিনি ভোট্ দিবেন তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার প্রস্তাব অবগত হইতে পারিবে না। ভিক্টোরিয়ার রাজ্যকালে উক্ত বিধি ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেনের অন্যান্য বহু বিষয়ে প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব্ব কথিত ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের রিফরম এ্যাক্ট (Reform Act) পুনরায় ১৮৬৭ ও ১৮৮৪ খ্রীঃ পুনঃ পুনঃ সংস্কৃতভাবে বিধিবদ্ধ হইল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের রিফরম এ্যাক্ট প্রভাবে গ্রেটব্রিটেনের প্রায় সর্ব্ব সাধারণের মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার জন্মিল।

অতঃপর একদল পরিবর্ত্তনকামী (Chartists) সাধারণের পক্ষ

হইতে নিম্নলিখিত অধিকার লাভের জন্য আবেদন ও আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিল :—

(১) Manhood Suffrage—প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোট অধিকার।

(২) Equal Electoral District—সভ্য নির্ব্বাচনে সকল জেলার সম-অধিকার।

(৩) Vote by Ballot—সংগোপন ভোট।

(৪) Annual Parliaments—মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন।

(৫) Abolition of property qualification for members of Parliament—মহাসভার সভ্যের পক্ষে সম্পত্তিশালী হওয়া যে একান্ত আবশ্যক এমন বিধির উচ্ছেদ।

(৬) Payment of members—মহাসভার সভ্যের বেতন।

অতি বিলম্বে উক্ত তৃতীয় ও পঞ্চম প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। পরে বাকিগুলিও মঞ্জুর হইতে লাগিল।

আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ

ইতিমধ্যে আইরিশগণ ফিনিয়ান নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু সুশিক্ষিত ইংরাজ সেনার শক্তিতে সে বিদ্রোহ অচিরে দমিত হইল। মহামতি গ্লাডষ্টোন (Gladstone) প্রধান অমাত্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আইরিশদিগের প্রতি অনেকটা সুবিচার করিলেন। আইরিশদিগের মধ্যে অধিকাংশ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদিগকে প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের ও ব্যয়বহন করিতে হইত, গ্লাডষ্টোন এই নিয়মের একেবারে

উচ্ছেদ করিয়া দিলেন এবং Irish Land Act এর দ্বারা জমিদার ও প্রজার মধ্যে সুবিচারের প্রবর্ত্তন করিলেন।

ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ হইল। সে সময়ের শাসনকর্ত্তা ক্যানিং (Canning) এই বিদ্রোহ দমন করেন। ইতঃপূর্ব্বে ইংলণ্ডের Board of Directors কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ শাসিত হইত। কিন্তু এই বিদ্রোহের পর ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসন ভার গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি ভারত সম্রাজ্ঞীরূপে এবং ভারতের যিনি শাসনকর্ত্তা (Governor General) তিনি রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) রূপে ঘোষিত হন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

রুষের জার (সম্রাট) তুরস্কের রাজধানী কন্‌ষ্টান্টীনোপাল গ্রাসের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে তুরস্কের খ্রীষ্টান অধিবাসীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। রুষ সম্রাটের এই প্রকার শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা দেখিয়া ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যের ঈর্ষাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও তুরস্ক এই তিন সম্মিলিত শক্তি রুষের বিরুদ্ধে অভিযান করিল। ইংরাজ ও ফরাসী আল্‌মা যুদ্ধে রুষকে পরাজিত করিলেন, সেবাষ্টোপোল (Sebastopol) ধ্বংস হইয়া গেল। ইতিমধ্যে রুষ সম্রাট নিকোলাস্ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় শান্তি স্থাপিত হইল। রুষ প্রতিজ্ঞা করিলেন কৃষ্ণ সাগরে (Black Sea) রণতরী রাখিবেন না। এই যুদ্ধের সময় কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটইঙ্গেল (Nightingale) আহত সেনার পরিচর্য্যার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

IMP

পার্লামেণ্টের ইতিহাস।

সেবাব্রত লইয়া তিনিই সর্ব্ব প্রথম রণক্ষেত্রে গি
সংবাদপত্রের সংবাদ দাতাও এই যুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধবার্ত্তা
অধিকার লাভ করিয়াছিল। এই যুদ্ধের শান্তির ফলে রু
সার্ভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

ভিক্টোরিয়া যুগে রাজনীতি-বিশারদ

ভিক্টোরিয়া যুগে তিনজন রাজনীতি-বিশারদের আবির্ভা
ছিল। এই তিনজনই সাধারণ দলভুক্ত (House of Com
ছিলেন।

প্রথম—লর্ড পামার্ষ্টোন

ইঁহারই কূটনীতি প্রভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরাজ জয়ী হইলে
ভারতবর্ষের সিপাহী বিদ্রোহের কালে তিনি অতি সন্তর্পণে
দের কবল হইতে ভারত রক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়—গ্লাডষ্টোন

পামার্ষ্টোনের অধীনে ইনি Chancellor of the Exch
ছিলেন। হিসাব ও আয় ব্যয় পরিদর্শনে ইনি অতীব দক্ষ ছি
রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল—শান্তি, মিতব
উন্নতি।

শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব (Education Act) তাঁহার দ্বারাই
বদ্ধ হইয়াছিল।

তৃতীয়—ডিসরেলি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি নিয়ত সচেষ্ট থাকিতেন। এজন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে তিনি কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না।

ঝাঁঝি নীতি।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাধারণ সম্প্রদায়।

(The House of Commons)

মহাসভার ক্রমোন্নতি

যে মহাসভা সপ্তম হেনরীর রাজত্বকালে রাজার দাসত্ব করিয়াছিল, রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্যকালে সেই মহাসভা দাসবৃত্তি ত্যাগ করিল, প্রথম জেমস্ এর সময় সে রাজকার্য্যে বাধা প্রদান করিতে লাগিল এবং প্রথম চার্লস এর শাসনকালে সেই মহাসভা রাজার সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ করিয়া দিল।

রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মহাসভা শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকিলেও, রাজশক্তি তখনও একটু প্রবল ছিল। রাজা তখন শুধু রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, পরন্তু, শাসন দণ্ডও তাঁহার হস্তে থাকিত। কিন্তু এই ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মহা-বিপ্লবের পর শাসন দণ্ড রাজহস্ত হইতে স্খলিত হইয়া মহাসভার কবলে আসিয়া পড়িল। রাজা রাজত্ব করিতেন বটে, কিন্তু তিনি আর শাসক নহেন।

সাধারণ সম্প্রদায়ের (House of Commons) উত্থান

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর হইতেই প্রজাশক্তির উত্থান আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহা হইলেও উইলিয়ম ও মেরী এবং অ্যানের

রাজ্যকালে সাধারণ সম্প্রদায় অপেক্ষা অভিজাত সম্প্রদায়ের (House of Lords) শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিল। অতঃপর সার রবার্ট ওয়াল-পোলের মন্ত্রীত্বকালে (Walpole's ministry 1721—42) সাধারণ সম্প্রদায় অভিজাত অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং শাসন ব্যাপারে ইঁহাদের সাহায্য গ্রহণ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সাধারণ সম্প্রদায়ের এই উত্থানের সাহায্যকল্পে দুইটি বিষয় কার্য্যকরী হইয়াছিল ;—(প্রথম), ওয়ালপোল সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন এবং (দ্বিতীয়), আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব প্রভৃতির ভার সাধারণ দলের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কমন্স অর্থাৎ সাধারণ দলের এই উত্থান ঘটিলেও প্রজাশক্তি তখনও কিন্তু প্রবল হইতে পারে নাই।

গ্রেট ব্রিটেনে প্রজাতন্ত্র (Democracy)

অল্পকালের মধ্যেই কিন্তু প্রজাশক্তি ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। মহাসভার সাধারণ দলের সদস্য-নির্ব্বাচন-কল্পে পূর্ব্ব বিধি ব্যবস্থার এমন ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, সেই পরিবর্ত্তন প্রভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রজাতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইল। এই পরিবর্ত্তনের সূচনা করিল,—১৮৩২ খৃষ্টাব্দের রিফরম এ্যাক্ট। এই বিধিবলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এমন কি ১৫০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী অবধি মহাসভার সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার যোগ্যতা লাভ করিল। পূর্ব্বে অভিজাত সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় মত সাধারণ ব্যক্তি সদস্যপদ লাভ করিত, এজন্য সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রতি অভিজাত দলের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত। কিন্তু এই বিধি প্রভাবে অভিজাত সম্প্রদায়ের এই নির্ব্বাচন-শক্তি লুপ্ত হইল। এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তাহাদের নিজ পল্লী হইতে তাহাদের ইচ্ছামত মুখপত্র-স্বরূপ মহাসভার সদস্য নির্ব্বাচন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ব্রিটিশ

রাষ্ট্রশক্তি অভিজাতবর্গের হস্ত হইতে সাধারণ সম্প্রদায়ের হস্তে আসিয়া পড়িল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিধি আর একটু সংস্কৃত হইল। ইহাতে সহরের শ্রমজীবিরও ভোট দিবার অধিকার জন্মিল। পরে ১৮৮৪ খ্রীঃ উক্ত বিধির আরও পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং নিয়ম হইল এই যে, বার্ষিক দেড়শত টাকার ভাড়াটিয়া অবধি ভোট দিবার অধিকারী হইবে। ইহার দ্বারা গ্রামের শ্রমজীবিরও ভোট অধিকার জন্মিল।

১৯১১ খৃঃ পার্লামেণ্ট এ্যাক্ট (The Great Parliament Act of 1911)

পরে ১৯১১ সালে যে পার্লামেণ্ট-আইন প্রবর্ত্তিত হইল, তাহাতে গ্রেট ব্রিটেনে প্রজাতন্ত্রের অসীমশক্তি লাভ হইল। অর্থ সম্বন্ধীয় (অর্থাৎ কর বা ঋণ গ্রহণ ও ব্যয় প্রভৃতি) যে কোনও প্রস্তাব করিবার অধিকার একমাত্র মহাসভার সাধারণ সম্প্রদায়ের হস্তেই ন্যস্ত রহিল। রাজা এবং অভিজাত সম্প্রদায়কে অর্থ বিষয়ে সাধারণ সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে।

ব্যয় সম্বন্ধে সাধারণ সম্প্রদায় যে পরিমাণ অর্থ যে বিষয়ে নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, সে অর্থ সেই বিষয়েই ব্যয়িত হইতে পারিবে। এই সাধারণ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ের হিসাব দেখিবার জন্য কম্পট্রোলার অডিটার জেনারেল নিযুক্ত আছে।

প্রধান-মন্ত্রীর প্রার্থনা মত একমাত্র সাধারণ সম্প্রদায় দেশের উপর কর নির্দ্ধারণ করিবার অধিকারী হইলেন।

এতদ্ব্যতীত শাসন-সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনেও সাধারণ সম্প্রদায়ের শক্তি অটুট রহিল এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্তির সঙ্কোচ ঘটিল।

এই বিধিবলে মহাসভার সাধারণ সম্প্রদায়ের সদস্যদিগের বেতন লাভেই ব্রিটেনে প্রজাতন্ত্রের চূড়ান্ত হইল। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের অল্পকাল পরেই এই বেতন লাভের জন্য আন্দোলন ও আবেদন আরম্ভ হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়ার পৌত্র বর্ত্তমান রাজা পঞ্চম-জর্জ্জের সময় মহাসভার সাধারণ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইল যে রাজ সরকারের বেতনভুক্ত কর্ম্মচারী সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে তিনি ব্যতীত মহাসভার অন্য সকল সদস্যই বার্ষিক চারি শত পাউণ্ড অর্থাৎ মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অভিজাত সম্প্রদায়।

(The House of Lords)

মহাসভার পুরাকালের অভিজাত সম্প্রদায় হইতে এখনকার অভিজাত অনেক বিভিন্ন। পুরাকালের অভিজাতবর্গ সংখ্যায় অত্যল্প ছিল এবং মহাসভার অভিজাত-সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজশক্তির প্রাবল্যহেতু অভিজাত ও সাধারণ উভয় সম্প্রদায়ই অনেকটা শক্তিহীন ছিল।

প্রথম চার্লসের রাজ্যকালে যখন অন্তর্বিপ্লব (Civil War) ঘটে, সেই সময় অভিজাত সম্প্রদায়ের একদল রাজপক্ষ এবং অন্যদল মহাসভার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ বা গণতন্ত্রের (Commonwealth) সময় মহাসভায় অভিজাত সম্প্রদায়ের আর স্থান ছিল না

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন কয়েক অভিজাত নেতার দ্বারা রাজ্যশাসন বিষয়ে মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। সেই সময় হইতে অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দ অবধি এই অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্তে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কিছু ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু ওয়ালপোলের মন্ত্রিত্বকাল হইতেই এই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে লাগিল এবং পরে রিফরম এ্যাক্ট (Reform Act) প্রভৃতির দ্বারা অভিজাত সম্প্রদায়কে বিশেষ রূপে খর্ব্ব করা হইল।

মহাসভার অভিজাত সম্প্রদায় (House of Lords)

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকে বংশানুক্রমিকের ধারায় মহাসভায় সদস্য পদের অধিকারী হইয়া আছেন।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডীয় মহাসভার মিলনের পর হইতে তথাকার (স্কটল্যাণ্ডের) ১৬ জন অভিজাত মহাসভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডীয় মহাসভার মিলনের পর ২৮ জন আইরীশ অভিজাত মহাসভার সদস্যপদের অধিকারী হইয়াছেন।

ক্যাণ্টারবেরী (Canterbury) ও ইয়র্ক (York) এর আর্চ্চবিশপ (Archbishop) এবং ২৪ জন ইংরাজ যাজক এই অভিজাত সম্প্রদায় মধ্যে (House of Lords) সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত যাঁহাদিগকে লর্ড উপাধি দান করা হয়, তাঁহারাও এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া থাকেন। এই লর্ড উপাধিধারীদিগের মধ্যে যাঁহারা সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবি বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে বিচার বিভাগে শেষ আপীলের নিষ্পত্তি করিবার জন্য বিচারক পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

মহাসভার অভিজাতবর্গের শক্তিক্ষয়

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট এ্যাক্ট প্রভাবে অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্তির যথেষ্ট হ্রাস ঘটিয়াছে।

আয় ব্যয় সংক্রান্ত কোনও প্রস্তাব উত্থাপন অথবা সাধারণ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উত্থাপিত তেমন কোনও প্রসঙ্গে বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা অভিজাত সম্প্রদায়ের আর রহিল না। মহাসভার অধিবেশন শেষ হইবার একমাস কাল পূর্ব্বে অর্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব (Money Bill) সাধারণ সম্প্রদায়কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া অভিজাতবর্গের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই প্রস্তাব অভিজাতবর্গ চাপিয়া রাখিলেও উহা বিধিবদ্ধ হইয়া যাইবে। অভিজাতের বাধা প্রদান নিরর্থক ও নিষ্ফল। অতএব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয় ব্যয় (Finance) সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের কোনও শক্তি নাই।

অর্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যতীত অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন অথবা অগ্রাহ্য করিবার শক্তি এই অভিজাতবর্গের ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু, উক্ত পার্লামেণ্ট এ্যাক্ট প্রভাবে এ বিষয়েও অভিজাত সম্প্রদায়কে সাধারণ সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ নত হইতে হইয়াছে। কারণ, অর্থ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যতীত অন্য কোনও প্রস্তাব সাধারণ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভি-জাতবর্গের নিকট প্রেরিত হওয়ার পর অভিজাতবর্গ যদি উপর্য্যুপরি তিন বার সেই ব্যবস্থাপত্র অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলেও অভিজাতের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া সেই ব্যবস্থা রাজস্বাক্ষরযুক্ত হইয়া বিধিবদ্ধ হইবে। তবে কথা এই যে, এরূপ প্রস্তাব সাধারণদল কর্ত্তৃক প্রথম পেশ হওয়ার দিন হইতে তৃতীয় দফার পেশ হওয়ার কালে দেখিতে হইবে যে ইতি-মধ্যে দুইটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অতএব দেখা গেল যে, শাসন-

সংক্রান্ত সাধারণ ব্যবস্থার (Ordinary bills) প্রবর্ত্তন ও সংশোধন বিষয়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্তি থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের আদৌ নাই।

এই পার্লামেণ্ট এ্যাক্ট প্রভাবে সাধারণ দলের নিকট অভিজাতবর্গ একেবারেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছেন।

ইংলণ্ডের মহাসভাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালক এবং এই মহাসভার প্রকৃত পরিচালক হইলেন এখনকার সাধারণ সম্প্রদায় (The House of Commons.)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজশক্তি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রজাতন্ত্রে পরিচালিত হইলেও রাজার নাম বা শক্তি লুপ্ত হয় নাই। ফ্রান্সে, সুইজারল্যাণ্ডে ও বর্ত্তমান রুষ দেশে রাজাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া গণতন্ত্রের (Republic) আধিপত্য হইয়াছে। এই সকল দেশ রাজা চাহে না; ফ্রান্স রাজহত্যা করিয়াছে, রুষিয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করিল,—এবং প্রজাশক্তি আপন হস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া মহাসভার একজন সভাপতি (President) নির্ব্বাচন করিয়া দিল। সভাপতি মন্ত্রিবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া দেশ শাসন করিয়া থাকেন। ফ্রান্সে একজন সভাপতি সাত বৎসর কাল একাদিক্রমে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। সাত বৎসর অতীত হইলে তিনিও পুনঃনির্ব্বাচিত হইতে পারেন, অথবা নূতন কেহ সভাপতি পদে বরিত হয়েন।

ফরাসী প্রেসিডেণ্টের প্রভাব

ফ্রান্সের যিনি সভাপতি দেশ শাসন প্রভৃতিতে তাঁহারও যে শক্তি ব্রিটিশ রাজের ও তাহাই। ফ্রান্সের সভাপতির পক্ষে তাঁহার মন্ত্রিবর্গের সিদ্ধান্তে সম্মত হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিধি-ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিলেই হইল, সে জন্য যাহা কিছু দায়িত্ব তাহা তাঁহার মন্ত্রীর উপর অর্পিত। ব্রিটিশ-রাজের ন্যায় ফ্রান্সের সভাপতিও শাসন প্রভৃতি বিষয়ে দায়িত্ব-শূন্য। ব্রিটিশ রাজের সহিত ফ্রান্সের সভাপতির শাসন ব্যাপারে এবম্প্রকারের কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহার অবস্থা কিন্তু পদোপযোগী নহে। মেন (Maine) সাহেব বলেন, "There is no living functionary who occupies a more pitiable position than a French President.....It has been reserved for the President of the French Republic neither to reign nor to govern" অর্থাৎ, ফরাসী গণতন্ত্রের সভাপতি অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা বর্ত্তমানে আর কোনও দেশনায়কের ঘটে নাই। রাজত্ব অথবা দেশ শাসন কোনটাই তাঁহার অদৃষ্টে জুটিল না।

ব্রিটিশ রাজশক্তি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্রিটিশ রাজের নামেই পরিচালিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই শাসন দণ্ড রাজহস্ত হইতে স্খলিত হইয়া মহাসভার কবলে আসিয়া পড়িল। রাজা রাজত্ব করিতেছেন মাত্র, তিনি আর শাসক নহেন। বিধি ব্যবস্থা বলে বর্ত্তমান ব্রিটিশ-রাজ যদিও সেই পূর্ব্বতম জেমস্, চার্লস প্রভৃতির ন্যায় শক্তি সমন্বিত কিন্তু এখনকার দিনে রাজার পক্ষে সে শক্তি প্রয়োগের অবসর পাওয়া সুকঠিন।

মহাসভার কোনও প্রস্তাব রাজানুজ্ঞা ব্যতীত বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। কার্য্যতঃ ঘটিতেছে ও তাহাই। কারণ, মহাসভার প্রস্তাবে রাজা কদাপি অসম্মতি প্রকাশ করেন না।

সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইলে রাজার সম্মতি ও স্বাক্ষর ব্যতীত হইবার নহে।

ব্রিটিশ সেনা ও নৌ-বহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হইলেন ব্রিটিশ-রাজ। যুদ্ধ ঘোষণা অথবা শান্তি স্থাপন করিবার অধিকারও তাঁহাতে ন্যস্ত আছে। তিনি ন্যায় ও ধর্ম্মের আধার। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ রাজের এখনও যে অধিকার আছে, তাহা অপ্রযুক্ত থাকিলেও অপরিসীম। যথা, রাজা ইচ্ছা করিলে সকল সেনাকে কর্ম্ম হইতে বিদায় দিতে পারেন। এমন কি, সামান্য সৈনিক হইতে উর্দ্ধতম সেনাপতিকে অবধি তিনি কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন।

সাম্রাজ্যের সকল নাবিককে কর্ম্ম হইতে বিদায় দিয়া সমস্ত নৌবাহিনী বিক্রয় করিবারও তিনি অধিকারী।

দেশের যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি পিয়র (Peer) উপাধি দান করিতে পারেন।

যে কোনও অপরাধীকে তিনি মার্জ্জনা করিতে সক্ষম।

অধিক কি, ব্রিটিশ-রাজ ইচ্ছা করিলে ব্রিটিশ জাতিকে রক্ষা করিতে পারেন, অথবা ধ্বংসের মুখেও নিক্ষেপ করিতে পারেন।

রাজশক্তির প্রয়োগ

যে ব্রিটিশ-রাজ এই অপরিসীম শক্তির অধিকারী, সেই শক্তি প্রয়োগের ভার কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীর উপর অর্পিত। মন্ত্রী সেই শক্তি পরিচালনের জন্য ব্রিটিশ মহাসভা তথা ব্রিটিশ নেশনের নিকট সকল

পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সহিত বিনা পরামর্শে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সহিত কোনও কর্ম্ম করায় মন্ত্রীপ্রবর লর্ড পামার্ষ্টোনকে মন্ত্রীপদ হইতে অবসর লইতে হইয়াছিল।

গ্রেট ব্রিটেনের সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মের উপর রাজার প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। গ্রেট ব্রিটেন রাজবংশের অস্তিত্ব একান্তভাবে কামনা করিয়া থাকে, রাজ পরিবারের সকলকেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত দেখিয়া থাকে। এই জন্যই বলিতেছিলাম, গ্রেট ব্রিটেনে প্রজাতন্ত্র হইলেও রাজশক্তি একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহাসভা।

(The Parliament.)

ব্রিটিশ মহাসভার ক্রমবিকাশের ধারা প্রথমভাগে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহাসভার শক্তি ও কার্য্যাবলী প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

মহাসভার অর্থ

রাজা, অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ সম্প্রদায়ের যে মিলন স্থানে রাষ্ট্রের অভাব অভিযোগের প্রতীকার ও বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহাকেই মহাসভা বলে। কিন্তু, বর্ত্তমানে সাধারণ সম্প্রদায়ের

অপরিসীম শক্তি প্রভাবে মহাসভা বলিলে সাধারণ সম্প্রদায়কেই বুঝায়।

"Legally Parliament consists of King, Lords and Commons, for practical purposes it is the House of Commons."— Ogg.

মহাসভার আধিপত্য

১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-মহাসভা দেশের রাজা নির্ব্বাচন করিয়াই আপনার আধিপত্যের প্রভাব দেখাইয়াছিল। বর্ত্তমানের সেই ক্রমোন্নত মহাসভা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট এ্যাক্টে অভিজাত সম্প্রদায়কে শক্তিহীন করিয়া দিল। রাজ-সাহচর্য্যে এই মহাসভা যে কোনও প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবার অধিকারী। এমন কোনও বিধি নাই মহাসভা যাহার পরিবর্ত্তন অথবা প্রত্যাহার না করিতে পারে। ব্রিটিশ রাষ্ট্র-তন্ত্রে ব্রিটিশ মহাসভার আধিপত্য অতুল্য ও অপরিসীম। এই মহাসভার দ্বারাই মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়া হইয়া থাকে। আবার সেই মন্ত্রীসভার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত মহাসভা নিয়ত সজাগ রহিয়াছে। মহাসভায় এই সকল শক্তি সঞ্চালনের কর্ত্তা হইতেছেন সাধারণ সম্প্রদায়। কেবল বিচার বিভাগে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব অটুট আছে।

সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার

রিফরম এ্যাক্টের (Reform Act) দ্বারা মহাসভার সদস্য নির্ব্বাচনে যে প্রায় সর্ব্বসাধারণের ভোট্ দিবার অধিকার জন্মিয়াছে একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ভদ্রাসনের অধিকারী হউক কিম্বা ভাড়াটিয়াই হউক ভোট্ দিবার পক্ষে তাহাদের সমান অধিকার।

সাধারণ সদস্য

মহাসভার এই যে সাধারণ সম্প্রদায় যাহাকে ইংরাজিতে House of Commons বলে, যাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়, জিলা ও গণ্ডগ্রাম হইতে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই সকল সদস্যের পক্ষে সম্পত্তিশালী না হইলেও চলে। কেবল যাজক, সমর বিভাগের কর্ম্মচারী, দেউলিয়া, বিদ্রোহী ও রাজদণ্ড-ভোগী ব্যতীত যে কোনও প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্রিটিশ প্রজা (পুরুষ) ভারতবাসী অবধি মহাসভার সাধারণ সম্প্রদায়ের সদস্য হইবার অধিকারী।

সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচনের কাল

পূর্ব্বে সাত বৎসর অন্তর মহাসভার সদস্য-নির্ব্বাচন প্রথা ছিল। কিন্তু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেন্ট এ্যাক্টে মহাসভার বৈঠক পাঁচ বৎসর কাল ধার্য্য হওয়ায় প্রতি পঞ্চম বর্ষে সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া থাকে।

সদস্য নির্ব্বাচনের প্রথা

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ব্যালট্ এ্যাক্ট (Ballot Act) প্রভাবে সদস্য নির্ব্বাচন গোপনে হইয়া থাকে। একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচন ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। সদস্য-নির্ব্বাচনকারীকে (Voter) সদস্য-পদ-প্রার্থীদিগের নামের তালিকা-সম্বলিত একখানি টিকিট্ দেওয়া হয়, তিনি গোপনে তাঁহার ঈপ্সিত পদ-প্রার্থীর নামের পার্শ্বে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া টিকিট্-বাক্সে সেই টিকিট খানি নিক্ষেপ করেন। পরে, সেই সদস্য-পদ-প্রার্থীদিগের ভোটের সংখ্যা দেখিয়া যাহার অধিক হয় তাহাকেই নির্ব্বাচন করা হয়।

সাধারণ সদস্যের বেতন

পূর্ব্বে মহাসভার সভ্যের কোনওরূপ বেতন ছিল না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট এ্যাক্ট প্রভাবে সাধারণ সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন ধার্য্য হইয়াছে।

সাধারণ সদস্যের অধিকার

মহাসভার অধিবেশনের কালে এবং সেই অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্ব্বে ও পরে মহাসভার কোনও সদস্যকে দেওয়ানী হিসাবে (অর্থাৎ ঋণ দায় প্রভৃতিতে) গ্রেপ্তার করিবার কাহারও অধিকার নাই।

সাধারণ-সদস্যের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মহাসভায় আপন মত নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিলেও, সে জন্য তাঁহাকে কাহারও নিকট জবাবদিহি হইতে হইবে না।

সাধারণ সম্প্রদায় (House of Commons) ফৌজদারি বিধি অনুসারে অপরাধী যে কোনও সদস্যকে মহাসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন।

যে স্থানের প্রতিনিধিরূপে যে সদস্য নির্ব্বাচিত হন, তিনি যে কেবল মাত্র সেই স্থানের মুখপত্র স্বরূপ, সেই স্থানের অভিযোগের কথাই কহিয়া থাকেন, তাহা নহে, তিনি আপনার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, তিনি তখন আর শুদ্ধ সেই স্থানের প্রতিনিধি নহেন, তিনি তখন মহাসভার একজন সভ্য। মহামতি বার্ককে ব্রিষ্টল নগরের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচন করার পর, তিনি ব্রিষ্টলবাসীকে বলিয়াছিলেন,—"Parliament is not a Congress of ambassadors, from different and hostile interests which each must maintain, as an agent and advocate against other agents and advocates ;

but parliament is a deliberative assembly of one nation, with one interest of the whole nation ; where not local purposes, not local prejudices, ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of the whole, you choose a member indeed ; but when you have chosen him, he is not a member for Bristol, but he is a member of Parliament."

সাধারণ সদস্যের প্রভাব

যাঁহাদের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়, সেই মন্ত্রী সভার (Cabinet) গঠন এবং প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বাচন এই সাধারণ-সদস্য-সম্প্রদায় করিয়া থাকেন।

সাম্রাজ্য পরিচালন বিষয়ে সাধারণ বিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সাধারণ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক হইয়া থাকে।

অর্থ সম্বন্ধীয় (আয় ব্যয় ও টেক্স প্রভৃতি) সকল বিধি ব্যবস্থার উপর সাধারণ সম্প্রদায়ের একাধিপত্য বর্ত্তমান। মন্ত্রীর প্রার্থনামতে সাধারণ সম্প্রদায় কর আদায়ের অনুমতি দিয়া থাকেন। সাম্রাজ্যের অর্থ ও সম্পত্তি রক্ষা ও ব্যয়ের ভার এই সাধারণ সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত আছে। এ বিষয় অভিজাতবর্গ ও এমন কি রাজাকেও তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

সাধারণ সম্প্রদায়ের দ্বারা মন্ত্রী-সভা (Cabinet) গঠিত হয় ; এবং সেই মন্ত্রীসভার কার্য্য প্রণালী সাধারণ সম্প্রদায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। মন্ত্রী-সভার কার্য্য প্রণালীর সমালোচনা এবং সে বিষয় কোনও প্রশ্ন করিবার অধিকার এই সাধারণ সম্প্রদায়ের বিলক্ষণরূপেই আছে।

মহাসভার অধিবেশন কাল

সাধারণতঃ সাত মাস কাল ফেব্রুয়ারি হইতে আগষ্ট অবধি মহাসভার অধিবেশন হইয়া থাকে। তবে রাজার মৃত্যুর পর নূতন রাজার সিংহাসন আরোহণ কালে, অথবা যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ও মহাসভার বিশেষ অধিবেশন হইয়া থাকে। মহাসভার অধিবেশনের আরম্ভেই "রাজার বক্তৃতা" পঠিত হইয়া থাকে। "রাজার বক্তৃতা" অর্থে মন্ত্রীবর্গের শাসন সংক্রান্ত অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে, এবং সেই অভিপ্রায়েরই কথা মহাসভার অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়া থাকে।

মহাসভার অধিবেশনের কার্য্যপদ্ধতি

"রাজার বক্তৃতা"য় প্রধানতঃ বৈদেশিক সম্বন্ধের ও ঔপনিবেশিক অবস্থার কথাই আলোচিত হইয়া থাকে। এই বক্তৃতার পর রাজাকে উদ্দেশ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। তাহারই অব্যবহিত পরে রাজ্য পরিচালনের জন্য ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হয় এবং সাধারণ সম্প্রদায়ের সে বিষয় ভোট গ্রহণ করা হয়। সেনা এবং নৌবিভাগ সম্বন্ধেও আলোচনা তৎপরে আরম্ভ হয়।

বজেট্ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ আয় ব্যয়ের হিসাব

এপ্রিল মাসের প্রারম্ভেই Chancellor of the Exchequer অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ বজেট উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব ও তৎপূর্ব্ব বর্ষের আয় ও ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনার পর উপস্থাপিত আয় ব্যয়ের সহিত পূর্ব্ব বর্ষের আয় ব্যয়ের তুলনায় আলোচনা হইয়া থাকে। দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প ও ঋণ প্রভৃতি বিষয়েরও উল্লেখ হইয়া থাকে।

সাধারণ বিধি (Public Bills) প্রবর্ত্তনের প্রথা

দেশে কোনও বিধি অর্থাৎ আইন প্রবর্ত্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রথায় তাহা মহাসভায় পেশ হইয়া থাকে :—

সাধারণ সম্প্রদায় (House of Commons) হইতে কোনও সদস্য ব্যবস্থাপত্র দাখিল করিলে **প্রথম দফায়** (First reading) তাহা পঠিত হয় মাত্র। সে সময়, সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হয় না।

দ্বিতীয় দফায় (Second reading) সেই প্রস্তাব যখন পঠিত হয়, তখন তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে, এবং উহা সাধারণ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইলে সেই সম্প্রদায়ের যে চারিটি কমিটি আছে, সেই চারি কমিটি মধ্যে যে কোনও একটীর উপর সেই ব্যবস্থাপত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ভার দেওয়া হয়।

উক্ত কমিটি সেই ব্যবস্থাপত্রের উপর রিপোর্ট দেওয়ার পর **তৃতীয় দফা** (Third Reading) উহা পঠিত হয়। তৃতীয় বারেও উহা সাধারণ দল কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইলে, অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্তে পেশ করা হয়।

অভিজাত সম্প্রদায়

সাধারণ সম্প্রদায়ে যে ব্যবস্থা পত্রের উৎপত্তি ও উক্তরূপে অভিজাতের হস্তে পেশ হইয়াছে, সেই ব্যবস্থাপত্র অভিজাত কর্ত্তৃক একেবারে আলোচিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে মন্তব্যের জন্য দাখিল করা হয়। আবশ্যকীয় সংশোধনান্তে তৃতীয় বার উহা আলোচিত এবং পরে আইনে পরিণত হয়। সকল প্রস্তাবই এই ধারানুযায়ী বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে। এই-রূপ আবার অভিজাত সম্প্রদায় হইতে যে ব্যবস্থাপত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে,

সে ব্যবস্থাপত্রও অভিজাত কর্ত্তৃক উক্তরূপ তিনবার পঠিত হওয়ার পর সাধারণের হস্তে পেশ করিতে হয়। অর্থাৎ, কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে হইলে, সাধারণতঃ উভয় সম্প্রদায়কেই একই প্রথা মানিয়া চলিতে হয়।

তবে, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অর্থ সম্বন্ধীয় কোনও ব্যবস্থার উৎপত্তি অভিজাত সম্প্রদায় দ্বারা হইতেই পারে না। সে বিষয়ে সাধারণের একাধিপত্য। এবং বিশেষ কোনও প্রয়োজনের সময় সাধারণ ব্যবস্থা-পত্র হইলেও সাধারণ সম্প্রদায় উক্ত প্রথার যথেষ্ট সঙ্কোচ সাধন করিয়া থাকেন।

সাধারণ সম্প্রদায়ের সভাপতি (The Speaker) নির্ব্বাচন

নূতন সদস্য নির্ব্বাচনের পর মহাসভার যখন অধিবেশন আরম্ভ হয়, সেই সময় সাধারণ সম্প্রদায় হইতে সভাপতি (The Speaker) নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। সাধারণ সদস্যদিগের ভোটের দ্বারা এই নির্ব্বাচন নিষ্পন্ন হয়। এই সভাপতি সাধারণ দলের মধ্যে মত-বিরোধের সময় মধ্যস্থ করিয়া থাকেন। তিনি সাধারণের নেতা না হইলেও মধ্যস্থ-বিষয়ে তাঁহার বিচার গ্রাহ্য হইয়া থাকে। আইরীশ সদস্যগণ প্রধানতঃ অত্যধিক গণ্ডগোল বাধাইয়া থাকেন, সে সময়ও এই সভাপতি মহাসভায় শান্তি রক্ষা করিবার অধিকারী। এমন কি তিনি ইচ্ছা করিলে তেমন কোনও অপরাধীকে মহাসভা হইতে কিছুকালের জন্য অনুপস্থিত থাকিতেও বাধ্য করিতে পারেন।

অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকার

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট এ্যাক্টের পর হইতেই অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্তি ক্ষয় হইয়াছে। অর্থ সম্বন্ধীয় কোনও বিধি প্রবর্ত্তনের

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

খাস্ মন্ত্রীসভা।

(The Cabinet)

খাস্ মন্ত্রী সভা।

প্রথম চার্লসএর সময় মন্ত্রীসভার সূত্রপাত হইলেও তৃতীয় উইলিয়ম-এর রাজ্যকালেই এই সভার যথার্থ গঠন হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রকৃত বিকাশ হইয়াছিল সার রবার্ট ওয়ালপোলের মন্ত্রীত্বকালে।

মন্ত্রী সভার গঠন

যে নিযুক্ত মন্ত্রীদল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার স্বরূপ হইয়া আছেন, তাঁহাদের অবসর গ্রহণের সময়ই হউক, অথবা তাঁহাদের কার্য্যকালের সময় রাজকার্য্যে তাঁহাদের ত্রুটী বশতঃই হউক, অন্য এক দল পূর্ব্ব নিযুক্ত-মন্ত্রীদলকে সরাইবার জন্য উদ্যোগ ও আয়োজন করিতে থাকেন। সাধারণ সম্প্রদায়ের ভোটাধিক্যের বলে সেই বিরোধী দলের জয়লাভ হইলে, সেই দলের যিনি শ্রেষ্ঠ নায়ক তিনিই রাজা কর্ত্তৃক প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন। প্রধান মন্ত্রী সেই দলস্থ নেতৃবর্গের নামের তালিকা মন্ত্রীপদে নিয়োগের নিমিত্ত রাজসমীপে প্রেরণ করেন। রাজ-সম্মতির জন্য এই নামের তালিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রীসভার প্রধান কর্ম্মচারী হইলেন একাদশ জন :—

1. The First Lord of the Treasury.
2. The Lord Chancellor.

3. The Chancellor of the Exchequer.
4. The Secretary of State for Home Affairs.
5. " " " Foreign "
6. " " " " the Colonies.
7. " " " " India.
8. " " " " War.
9. The First Lord of the Admiralty.
10. The President of the Council,
11. The Lord Privy Seal.

মহাসভার সভ্য যখন উক্ত কোনও পদে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে মহাসভার সাধারণ সভ্যপদ ত্যাগ করিতে হয়; এবং পুনরায় নির্ব্বাচিত হইতে হয়।

মন্ত্রীসভার একতা ও কার্য্য প্রথা

এই মন্ত্রীসভার মন্ত্রীগণ রাজকার্য্য পরিচালনের সময় একতা বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। কোনও বিষয়ে মতান্তর ঘটিলেও সাধারণ্যে তাহা কখনও প্রকাশ পায় না। প্রধান মন্ত্রীর উপদেশ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীরা চালিত হইয়া থাকেন। এই মন্ত্রীসভার বৈঠক অতি গোপনে হইয়া থাকে এবং এই বৈঠকের কোনও ব্যাপার লিপিবদ্ধ হওয়া রীতি নহে। তবে, বর্ত্তমানে অর্থাৎ ১৯১৭—১৮ খ্রীঃ প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জের (Lloyd George) অভিপ্রায়ানুসারে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রীর অধিকার

পদমর্য্যাদায় ও অধিকারে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রধান-মন্ত্রী (Premier) সকলের উপর।

মন্ত্রীসভা গঠন করিবার শক্তি রাজা কর্ত্তৃক তাঁহারই উপর অর্পিত হইয়া থাকে।

মন্ত্রীসভার তিনিই সভাপতি।

সাধারণ ব্রিটিশ প্রজার তিনিই মুখপত্র-স্বরূপ এবং ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ।

তিনি রাজার বিশিষ্ট পরামর্শদাতা।

মহাসভায় তিনিই মন্ত্রীসভার মুখপত্র এবং সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়া থাকেন। বিভাগীয় মন্ত্রীগণ তাঁহাদের স্বীয় বিভাগ লইয়া আলোচনা করেন।

ইনিই First Lord of the Treasury পদে অধিষ্ঠিত হন।

প্রধান মন্ত্রীর পদ বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীর পদ নহে। তবে, প্রধান মন্ত্রীই First Lord of the Treasury অর্থাৎ ধনাধ্যক্ষেরও পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সেই পদেরই বেতন আছে।

অন্তর্সচিব (The Secretary of State for Home Affairs.)

এই অন্তর্সচিব খাস মন্ত্রীসভার একজন মন্ত্রী। ইনি জেল, পুলিস প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। কোনও অপরাধী রাজ-ক্ষমা ভিক্ষা করিলে ইনিই সে বিষয় রাজাকে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

পররাষ্ট্র সচিব (The Secretary of State for Foreign Affairs.)

খাস্ মন্ত্রীসভার ইনিও একজন মন্ত্রী। পররাষ্ট্র বিভাগের অর্থাৎ ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, রুষ, স্পেন, জাপান ও আমেরিকা প্রভৃতির সহিত রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনা ইনিই করিয়া থাকেন।

উপনিবেশ সচিব (The Secretary of State for the Colonies)

ইনিও খাস্ মন্ত্রীসভার একজন মন্ত্রী। উপনিবেশের মধ্যে রাজকীয় উপনিবেশ (Crown Colonies) সমূহের উপর ইহার তত্ত্বাবধান চলিয়া থাকে। অন্যান্য উপনিবেশের উপর ইহার তেমন প্রভাব নাই।

সমর সচিব (The Secretary of State for War.)

সাম্রাজ্য রক্ষাকল্পে যে সৈন্য প্রয়োজন সেই সৈন্যের তত্ত্বাবধান ইহার দ্বারা হইয়া থাকে। ইনিও খাস মন্ত্রীসভার মন্ত্রী।

ভারত সচিব (The Secretary of State for India)

ভারত গভর্ণমেণ্টের শাসন পদ্ধতির পর্য্যবেক্ষণের ভার ইহার উপর ন্যস্ত আছে। ইনিও খাস মন্ত্রীসভার একজন মন্ত্রী।

এতদ্ব্যতীত নৌবিভাগের কর্ত্তা হইলেন The First Lord of the Admiralty.

অর্থ বিভাগের কর্ত্তা First Lord of the Treasumy (অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী) হইলেও Chancellor of the Exchequer প্রকৃতরূপে ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

খাস্ মন্ত্রীসভা (The Cabinet) ও মন্ত্রীসভা (Ministry)

পূর্ব্বকথিত একাদশ জন মন্ত্রী লইয়া যে সভা গঠিত হয় তাহাই খাস্ মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেট, এবং তদতিরিক্ত তাঁহাদের সহকারী ও অন্যান্য বিভাগের কর্ত্তা লইয়া মন্ত্রীসভা বা মিনিষ্ট্রি বলা হইয়া থাকে। মন্ত্রীসভাকে

(Ministry) খাস্‌মন্ত্রীসভার (Cabinet) সঙ্গেই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির প্রতিপাদ্যবিষয়

১। রাজার বিধিসঙ্গত শক্তি থাকিলেও তিনি মহাসভার উভয় সম্প্রদায় (Both Houses of Parliament) কর্ত্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন না।

২। রাজ্য পরিচালন বিষয়ে মন্ত্রীসভা যেদিন সাধারণ সম্প্রদায়ের (House of Commons) আস্থা ও বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত হইবে সেই সময় মন্ত্রীসভাকে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেই হইবে।

৩। সাধারণ ও অভিজাত এই দুই সম্প্রদায় লইয়া মহাসভার গঠন এবং কোনও প্রস্তাব তিনবার পঠিত হইবার পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ বা আইনে পরিণত হইবে না।

৪। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালনের কর্ণধার হইলেন খাস মন্ত্রী-সভা (The Cabinet)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজনৈতিক দল

ইংরাজদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি রাজনৈতিক দল আছে। এক দল রক্ষণশীল (Conservative) এবং অন্য দল উদারনীতিক (Liberal)। যখন যে দল শক্তিশালী হইয়া উঠে, তখনি সেই দল রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহাদেরি মধ্য হইতে প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতির নিয়োগ হয়।

রক্ষণশীল দল (Conservative Party)

এই রক্ষণশীল দল অতি সতর্কতার সহিত কর্ম্ম করিবার পক্ষপাতী অর্থাৎ ধীর পন্থী। সহসা কোনও কিছু পরিবর্ত্তনের একান্ত বিরোধী। ইহারা জমিদার ও ব্যবসায়ী প্রভৃতির পক্ষপাতী।

উদারনীতিক দল (Liberal Party)

উদারনীতিক দল চাহে উন্নতি-ক্রমোন্নতি, অতএব পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী। ইহারা দরিদ্র ও শ্রমজীবি প্রভৃতির পক্ষপাতী।

উক্ত দুইদল ব্যতীত আরও দুইটী দল আছে, যথা ;—আইরীশ জাতীয় দল (Irish Nationalist Party) এবং শ্রমজীবি সম্প্রদায় (Labour Party).

আইরীশ জাতীয় দল (The Irish Nationalist Party)

ইহারা মহাসভার আইরীশ সভ্য। আয়ারল্যাণ্ডে স্বায়ত্ত-শাসনের (Home Rule for Ireland) প্রস্তাব লইয়া ইহারা বিতণ্ডা করিয়া থাকে। রাজনীতির অন্যান্য বিষয়ে ইহারা উদারনীতিক দলের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিয়া থাকে।

শ্রমজীবি সম্প্রদায় (The Labour Party)

যাহারা শ্রমশিল্পে নিযুক্ত আছে, অর্থাৎ, রেলওয়ে, খনি ও কারখানা প্রভৃতি হইতে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহাদেরি নির্ব্বাচিত মহাসভার সদস্যগণ এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা দরিদ্র কুলী মজুরদিগের অবস্থা স্বচ্ছল করিবার জন্য সদা সচেষ্ট এবং দরিদ্রদিগের পারিশ্রমিক

বৃদ্ধি ও শ্রমের কাল পূর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প করিবার জন্য নিয়ত যত্নবান। শ্রমজীবিদিগের জন্য এই যত্ন ব্যতীত রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্যান্য প্রায় সকল বিভাগেই ইহারা উদারনীতিক দলের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিয়া থাকে।

দুই দলের উপকারিতা

প্রধানতঃ, দুইটা দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এক উদার-নীতিক এবং দ্বিতীয় রক্ষণশীল। যাহারা উন্নতি ও পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী তাহারা উদারনীতিক দলে যোগদান করিয়া থাকে এবং যাহারা পরিবর্ত্তনের বিরোধী তাহারা রক্ষণশীল দলে যাইয়া যোগদান করে। সাধারণতঃ, মানুষ মাত্রই এই দুইটা দলের মধ্যে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী একটার সঙ্গে যোগ দিয়া থাকে। মহাসভার সভ্য মাত্রই স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার অধিকারী বলিয়া যদি প্রত্যেকেই আপন আপন ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিত, তাহা হইলে, মন্ত্রী নিয়োগ ও রাজকার্য্য অচল হইয়া পড়িত এবং প্রজাতন্ত্রও অসম্ভব হইত। মহাসভার সভ্য মাত্রই উক্ত দুইটা দলের যে কোনও দলে আপন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে যোগ দিয়া থাকে, এবং সেই দলের যাহারা নেতা তাহাদের অনুসরণ করিয়া থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্রিটিশ উপনিবেশ

বর্ত্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য। পৃথিবীর চতুর্থাংশ ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত।

ইউরোপে—ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ ব্যতীত জিব্রালটার, মাল্টা, সাইপ্রাস্ প্রভৃতি আছে।

এসিয়ায়—ভারতবর্ষ, সিংহল (Ceylon), হং কং প্রভৃতি।

আফ্রিকায়—দক্ষিণ-আফ্রিকা, সেণ্ট হেলেনা প্রভৃতি।

অষ্ট্রেলিয়ায়—অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি।

আমেরিকায়—কানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, ব্রিটিশ-গায়েনা, হণ্ডুরাস্ প্রভৃতি।

উপরোক্ত এই সকল দেশ ব্রিটিশ-শাসন-তন্ত্রে শাসিত হইতেছে। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ (এই চারি দেশকে Great Britain বা United Kingdom বলে) যে শাসন-পদ্ধতি অনুসারে চালিত তাহার যথা সম্ভব পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সেখানে প্রজাতন্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান। প্রজা-সাধারণ হইতেই মহাসভার সাধারণ-সম্প্রদায় নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে এবং সেই সম্প্রদায় হইতেই মন্ত্রীসভার গঠন হয়। এই মন্ত্রীসভা সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। মন্ত্রীসভার মধ্যে যিনি উপনিবেশ-সচিব (Secretary of State for Colonies) তিনিই উপনিবেশ সমূহের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। আর যিনি ভারত-সচিব (Secretary of

State for India) তিনি ভারতবর্ষের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। শাসন-পদ্ধতি এই সকল দেশে একপ্রকার নহে। ভারতবর্ষ ভারত-সচিবের অধীন, কিন্তু কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশ সমূহ অন্য একজন অর্থাৎ উপনিবেশ-সচিবের অধীন: শাসন-প্রথা এই সকল দেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

উপনিবেশ শাসন--প্রণালী

কোন কোনও উপনিবেশে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার একেবারেই নাই। ইংলণ্ড হইতে শাসনকর্ত্তা (Governor) রূপে নির্ব্বাচিত হইয়া যিনি আসেন, তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে সেই দেশ শাসিত হইয়া থাকে। সিংহল (Ceylon), হং কং, সেণ্ট হেলেনা প্রভৃতি রাজকীয় উপনিবেশ (Crown Colonies) সমূহে এই প্রকারের শাসন নীতি প্রচলিত। ব্রিটিশ-রাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত শাসন-কর্ত্তা এই সকল দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সকল দেশে স্বায়ত্ত-শাসনের কোনও চিহ্ন নাই।

স্বায়ত্ত-শাসনে অধিকার

যে সকল দেশের অধিবাসীবৃন্দের উচ্চশিক্ষা ও রাজনীতি-জ্ঞানের অভাব সেই সকল উপনিবেশ সমূহ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারে বঞ্চিত। এই সকল গুণ যাহাদের মধ্যে কিছু পরিমাণেও থাকে, তাহাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের আংশিক অধিকার প্রদান করা হয়। আর যে উপনিবেশের অধিকাংশ অধিবাসী ইউরোপীয়, সেই উপনিবেশে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার পূর্ণমাত্রায় দান করা হয়।

স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশ

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে তিনটি উপনিবেশ পূর্ণ মাত্রায় স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারী। যথা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকা।

স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশ ও ব্রিটিশ-রাজ

এই সকল উপনিবেশের উপর ব্রিটিশ মহাসভার কার্য্যতঃ বিশেষ কোনও প্রভাব লক্ষিত হয় না। তবে, ব্রিটিশ-রাজ ও মহাসভার যে ইহারা অধীন সে কথা ইহারা স্বীকার করিয়া থাকে।

এই উপনিবেশগুলি শাসন-সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা আপনারাই করিয়া থাকে। ব্রিটিশ-রাজ যে শাসন-কর্ত্তা (Governor) নির্ব্বাচন করিয়া পাঠান, শাসনদণ্ড পরিচালন করিবার শক্তি তাঁহার থাকে না। কারণ, ব্যবস্থাপক সভার স্থানীয় সভ্যবৃন্দ শাসন-ক্ষমতা আপনাদের হস্তে রক্ষা করিয়া থাকেন।

উপনিবেশ সমূহের উপর ব্রিটিশ-রাজের আধিপত্য বিদ্যমান। এমন কি, স্বায়ত্ত-শাসিত কোনও উপনিবেশ যখন কোনও প্রকার বিধি প্রবর্ত্তন করিবেন, রাজা ইচ্ছা করিলে, তখন তাহাতে বাধা প্রদান করিতে পারেন, অথবা স্থানীয় শাসন-কর্ত্তাকে সেরূপ বাধা প্রদান করিবার ভারার্পণ করিতে পারেন ; যদিচ এমন অধিকার ক্বচিৎ গ্রহণ করা হয়।

উপনিবেশের সহিত কোনও বৈদেশিক শক্তির সহিত সংঘর্ষ বাধিলে অথবা শান্তি স্থাপন করিতে হইলে ব্রিটিশ-রাজই তাহার ব্যবস্থা করিবার অধিকারী। কিন্তু, ব্রিটিশ-রাজ স্বয়ং অন্য কোনও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশকেও যে ব্রিটিশ রাজের সহায়তা কল্পে সেই যুদ্ধে যোগদান করিতে হইবে এরূপ কোনও

কথা নাই। স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশ এমন অবস্থায় ইচ্ছা করিলে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিতেও পারে।

উপনিবেশের অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা উপনিবেশীরা আপন হস্তেই রক্ষা করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশ ও ব্রিটিশ-রাজ দৃঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে। ব্রিটিশ-মহাসভার অধিকার থাকিলেও স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশের উপর কার্য্যতঃ উহা কোনও প্রভাব দেখায় না এবং এই উপনিবেশ সমূহও মহাসভার প্রভাব সকল সময় মান্য করিতে সম্মত হয় না। এমন কি ব্রিটিশের সহিত কোনও শক্তির সহিত যুদ্ধ বাধিলেও উপনিবেশ মহাসভার আজ্ঞানুসারে না চলিয়া আপন মতানুসারে চলিতে পারে।

ব্রিটিশ-সেনা এবং নৌবাহিনীর জন্য উপনিবেশ যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করে তাহা নিতান্ত সামান্য হইলেও ইংলণ্ডের নৌবহর কিন্তু তথাপি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ভারত-সচিব ও মহাসভা

ভারত-সচিব ভারতবর্ষ শাসন-সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে ভারত-সচিবের যে আফিস আছে, তাহার সকল ব্যয়ভার ভারতবর্ষ বহন করিয়া থাকে। ব্রিটিশ-মহাসভা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন দেখেন না। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-রাজের অধীন রাজ্য, স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারে বঞ্চিত।

ভারতে ইংরাজ-শাসন।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতে ইংরাজ-শাসন

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে (The Government of India Act of 1858) স্থিরীকৃত হইল যে, কোম্পানীর দ্বারা আর ভারত শাসিত হইতে পারে না। কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া এই সময় হইতে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-রাজের অধীন হইল। ব্রিটিশ-রাজ ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন এবং ভারতের শাসনকর্ত্তা সেই সময় হইতে রাজ-প্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা (Viceroy and Governor General of India) রূপে ঘোষিত হইলেন। সেই সময় ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভায় ভারত-সচিবের (Secretary of State for India) পদের সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তিনি রাজার পরামর্শদাতা। অন্যান্য সচিবের ন্যায় এই ভারত-সচিবকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল দায়িত্ব বহন করিতে হয়। তিনি তাঁহার ভারত-সভার পরামর্শ অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিয়া থাকেন।

ভারত-সচিবের অধিকার

ভারতবর্ষের সকল রাজ-কর্ম্মচারীর প্রতি এমন কি ভারতের শাসন-কর্ত্তার (Governor General) প্রতিও তিনি ভারত-শাসন বিষয়ে আদেশ করিবার অধিকারী। তাঁহার আদেশ-পত্র মাত্রই তাঁহার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া থাকে।

ভারত-সচিবের ভারতসভা (Council of India) নামক যে মন্ত্রণা-সভা আছে, সেই সভার অধিকাংশ সভ্যের অনুমতি ব্যতীত তিনি ভারতের রাজস্ব ব্যয় বিষয়ে অথবা ভারত হইতে ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে কোনও আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। এই ভারতসভার সভ্য-বৃন্দের এরূপ প্রস্তাবে বাধা দিবার অধিকার আছে।

উপরোক্ত এই দুইটি বিষয় ব্যতীত ভারত-শাসন সম্বন্ধে অন্য সকল বিষয়েই ভারত-সচিবের বিচার-বিবেচনা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম। ভারতসভার সভ্যবৃন্দের সে সকল বিষয়ে বাধা দিবার কোনও অধিকার নাই, তাঁহারা শুধু মন্ত্রণা দিবার অধিকারী মাত্র।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ভারত-সচিব তাঁহার ভারতসভার সদস্যগণের পরামর্শ অবধি গ্রহণ করেন না, যথা :—

দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা,

বৈদেশিক শক্তির সহিত সংঘর্ষ অথবা শান্তি স্থাপন,

বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে যে পত্র ব্যবহার,

এই সকল কর্ম্ম অতি গোপনে হইয়া থাকে এবং ভারত-সচিব স্বয়ং এই বিষয় সমূহের বিচার করেন।

ভারতসভা

প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের বিধি অনুসারে ধার্য্য হইয়াছে যে, এই সভার সদস্য সংখ্যা দশ জনের কম এবং চতুর্দ্দশ জনের অধিক হইবে না। রাজ-কার্য্যোপলক্ষে অন্ততঃ সাত বর্ষকাল যাঁহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়া-ছিলেন এবং যাঁহার পাঁচ বর্ষের অধিক কাল ভারতবর্ষ ত্যাগ হয় নাই,

তেমন ভারত-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সদস্যপদে নিযুক্ত করা হয়। এই সদস্যদিগের বেতন মাসিক প্রায় একশত পাউণ্ড অর্থাৎ দেড় সহস্র মুদ্রা।

এই সকল সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা ভারত-সচিবের হস্তেই ন্যস্ত আছে। তিনিই এই সভার সভাপতি (President)। তাঁহার প্রতিনিধিও (Vice-President) তিনি স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে দুইজন ভারতবাসী এই সভার সদস্য পদের অধিকারী হইয়াছেন। সম্প্রতি একজন অতিরিক্ত ভারতীয় সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারত সচিবের আফিস

ভারত-সচিবের আফিসে বহু বিভাগ আছে; যথা, আয়-ব্যয়, বিচার, রাজনৈতিক, রাজস্ব, পূর্ত্ত ও সামরিক প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অধীনস্থ একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের (Accountant-General) হিসাব বিভাগ এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের আবশ্যকীয় মাল-পত্র সরবরাহের জন্য ডিরেক্টার জেনারেলের (Director-General of Stores) ভাণ্ডার বিভাগ আছে।

এই আফিসের কর্ম্মচারিদিগের বেতন প্রভৃতিতে যে ব্যয় হয়, সে ব্যয় ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হয়। ভারত-সচিবের বার্ষিক বেতন ৭৫ হাজার টাকা।

ভারতবর্ষ ও মহাসভা

ব্রিটিশ-মহাসভা ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। কেবল ভারতের রাজস্ব মহাসভার ব্যবস্থাধীন নহে। তবে মহাসভার বিনা অনুমতিতে ভারতের বাহিরে সে রাজস্ব সামরিক কার্য্যে ব্যয়িত হইতে

পারিবে না। যেমন, তিব্বত অভিযানে (Tibet Mission) যে ব্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা মহাসভার অনুমতিক্রমে ভারতের রাজস্ব হইতে লওয়া হইয়াছিল।

প্রধানতঃ, ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত বিধির পরিবর্ত্তন মহাসভার দ্বারা হইয়া থাকে।

ভারতের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব প্রতিবৎসর মহাসভায় দাখিল করা হয়।

ভারতবর্ষ শাসন-সম্বন্ধে মহাসভার নিকট ভারত-সচিব সকল দায়িত্ব বহন করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মহাসভায় কোনও প্রশ্ন উঠিলে ভারত-সচিবকে অথবা তাঁহার সহসচিবকে সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হয়। সার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ) ভারতবাসী হইয়া এই সর্ব্বপ্রথম উক্ত সহসচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার একজন সহ-মন্ত্রী এবং মহাসভার অভিজাত সম্প্রদায়ে (House of Lords) লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া স্থান পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গভর্ণর জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি

(The Viceroy and Governor General of India)

ভারত-সচিবের তত্ত্বাবধানে ভারতের শাসন-কর্ত্তা (গভর্ণর জেনারেল) ভারতবর্ষ শাসন করিয়া থাকেন। ভারত-সচিবের বিনা অনুমতিতে বিশেষ কারণ ব্যতীত ইনি যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন না।

ভারতের গভর্ণর জেনারেল পারিষদবর্গের সাহচর্য্যে (The Governor General in Council) ভারতবর্ষের সামরিক ও অসামরিক সকল বিভাগের কার্য্য-প্রণালীর তত্ত্বাবধান ও তাহার সুশৃঙ্খল পরিচালনে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষ শাসন-ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেল সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনিই রাজ-প্রতিনিধি,—স্বয়ং ভারত-সম্রাট তাঁহাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ, পাঁচবর্ষের জন্য ইঁহারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই পদের বেতন বার্ষিক আড়াই লক্ষ মুদ্রা, অর্থাৎ মাসিক প্রায় একুশ হাজার টাকা।

গভর্ণর জেনারেল তাঁহার পারিষদবর্গের সহিত বিনা-মন্ত্রণায় স্বাধীনভাবে শাসন-সংক্রান্ত কোনও কর্ম্ম করিবার অধিকারী নহেন। তবে, ভারতবর্ষের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিশেষ কোনও গুরুতর কারণের সম্ভাবনায় তিনি পারিষদবর্গের সহিত বিনা-মন্ত্রণায় ছয়মাস কালের জন্য তেমন কোনও বিধির প্রবর্ত্তন করিতে পারেন।

ভারতবর্ষে শান্তি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক কোনও বিধির প্রবর্ত্তন কালে, তাঁহার পারিষদবর্গ যদি সে বিষয়ে বিরুদ্ধ মতের পোষাকতা করেন, তাহা হইলেও গভর্ণর জেনারেল তাঁহার পারিষদবর্গের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন। যদিচ এরূপ ঘটনা কচিৎ ঘটিয়া থাকে।

গভর্ণর জেনারল ও পারিষদবর্গ

উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত শাসন-পরিষদের (Executive Council) সহিত বিনা পরামর্শে গভর্ণর জেনারেলের কোনও কিছু স্বাধীনভাবে করিবার অধিকার নাই।

গভর্ণর জেনারেল তাঁহার শাসন পরিষদের সাহচর্য্যে ভারতবর্ষের সামরিক ও অসামরিক সকল বিভাগের কর্ম্মই তত্ত্বাবধান ও পরিচালন করিয়া থাকেন।

গভর্ণর জেনারেলের শাসন-পরিষদ

ছয়জন সাধারণ মেম্বর ও ভারতের জঙ্গীলাট অর্থাৎ সেনাপতি (Commander-in-Chief) যিনি এই পরিষদের অতিরিক্ত মেম্বর-রূপে নির্ব্বাচিত, এই কয়জনে শাসন-পরিষদ গঠিত হইয়া থাকে।

উক্ত ছয় জনের মধ্যে তিন জন মেম্বরকে ভারতের রাজকার্য্যে অন্ততঃ দশ বৎসরের অভিজ্ঞ হওয়া চাই। একজন অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কালের আইন-ব্যবসায়ী ব্যারিষ্টার (Barrister) হইবেন।

কিছুকাল হইতে এই শাসন-পরিষদে একজন মেম্বর ভারতবাসীর মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হইতেছে।

এই মেম্বরদিগের কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর ধার্য্য হইয়া থাকে। ইহাদিগের বেতন বার্ষিক ৮০,০০০৲ টাকা এবং জঙ্গীলাটের বেতন বার্ষিক একলক্ষ টাকা।

শাসন-পরিষদের কার্য্য প্রণালী

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মন্ত্রীসভা যে ভাবে রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন, এই ভারতীয় শাসন-পরিষদও কিয়ৎ পরিমাণে সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। মন্ত্রীসভার মন্ত্রীদিগের ন্যায় এই শাসন-পরিষদের মেম্বরগণও এক একটি বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে অধিষ্ঠিত। রাজকার্য্য পরিচালনে কোনও বিভাগীয় কার্য্যপদ্ধতিতে দোষ আশ্রয় করিলে, সমগ্র মন্ত্রীসভা সে জন্য যেমন দায়িত্ব বহন করেন, এই শাসন-পরিষদও তদ্রূপ কোনও বিভাগীয় ত্রুটীর দায়িত্ব বহন করিয়া থাকেন।

১। ভারতের আয়-ব্যয় (Finance) সংক্রান্ত সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অর্থসচিব (Finance Member) নিযুক্ত আছেন।

২। ভারতের শাসন ব্যাপারে যিনি নিযুক্ত তিনি স্বরাষ্ট্র-সচিব (Home Member)

৩। ভারতের ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে একজন সচিব নিযুক্ত আছেন (Commerce and Industry Member)

৪। ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে একজন শিক্ষা-সচিব নিযুক্ত আছেন (Education Member).

৫। ভারতের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন কল্পে এক সচিব নিযুক্ত আছেন (Law Member).

৬। ভারতের রাজস্ব, কৃষি ও পূর্ত্ত বিভাগের জন্য একজন সচিব নিযুক্ত আছেন (Member in-charge of Revenue, Agriculture and Public Works Department).

ভারতের সেনা পরিদর্শনের ভার জঙ্গীলাটের উপর এবং পররাষ্ট্র বিভাগের তত্ত্বাবধান ভারতের শাসনকর্ত্তা স্বয়ং করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত বিভাগীয় মেম্বরদিগকে রাজকার্য্যে সহায়তা-কল্পে সেক্রেটারী নিযুক্ত আছেন। এবং প্রতি বিভাগের সেক্রেটারীকে সাহায্য করিবার জন্য ডেপুটী সেক্রেটারী, অণ্ডার সেক্রেটারী ও এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী প্রভৃতি আছেন।

ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ (যথা, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বে, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি) শাসন-সংক্রান্ত পরামর্শ ও অনুমতির জন্য ভারতের শাসন-কর্ত্তা বড়লাটকে যে সকল পত্র

লিখিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে সাধারণ ভাবের পত্রগুলির ব্যবস্থা মেম্বর কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। তবে যেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও যে সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া সম্ভব, সেই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকেন স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল অথবা তাঁহার শাসন-পরিষদ।

ভারত গভর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া ভারতীয় শাসন-পরিষদের বৈঠক হইয়া থাকে। এই বৈঠকে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, ইহা ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার বৈঠকের ন্যায় গোপনীয়।

পররাষ্ট্র বিভাগ (Foreign Deparment)

এই বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সেক্রেটারী, ডেপুটী সেক্রেটারী প্রভৃতি আছেন। এই বিভাগে বৈদেশিক শক্তিসমূহের (আফগানিস্থান, পারস্য, তিব্বত, চীন ও শ্যাম প্রভৃতি) সহিত ও ভারতীয় সামন্তরাজগণের (নিজাম, বরোদা প্রভৃতি) সহিত রাজনীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা হইয়া থাকে।

এই সামন্তরাজগণের উপর ভারত গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। সামন্তরাজগণের রাজ্য মধ্যে যাহাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে, ভারত গভর্ণমেণ্ট সে বিষয় সামন্তরাজগণকে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া থাকেন। এই রাজগণকে উপদেশ প্রভৃতি দিবার জন্য পোলিটিক্যাল অফিসার (Political Officer) নিযুক্ত আছেন।

সামন্তরাজগণের মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার রাজ্যে টাকা তৈয়ারী হয়, প্রজার প্রতি তৎকর্ত্তৃক কর ধার্য্য করা হয়, মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞা অবধি হইয়া থাকে।

গভর্ণর জেনারেল এই সকল রাজ্য মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং সামন্তরাজগণকে রাজ্য পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ (Home Department)

এই বিভাগে বিচার, জেল, পুলিশ, ও অস্ত্র-আইন সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে অথবা মঞ্জুর করাইতে হইলে ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগে লিখিতে হয়।

আয়-ব্যয় বিভাগ (Finance Department)

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল হিসাব ভারত গভর্ণমেণ্টের এই বিভাগে দাখিল করিতে হয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় বিভাগ সেই সকলের তত্ত্বাবধান করেন। হিসাব পরীক্ষার জন্য Comptroller and Auditor General নিযুক্ত আছেন।

কর্ম্মচারিদিগের বেতন, ছুটী ও পেন্সন সম্বন্ধে কোনও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সে সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের এই বিভাগের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রাজস্ব ও কৃষি বিভাগ (The Department of Revenue and Agriculture)

রাজস্ব ও কৃষি সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের মীমাংসা এই বিভাগে হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষ দমন ও কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে চেষ্টা ও যত্ন এই বিভাগে হয়।

পূর্ত্ত বিভাগ (The Public Works Department)

এই বিভাগে পয়ঃ প্রণালী, পথ, বাঁধ ও সরকারী বাড়ী তৈয়ারী প্রভৃতি সম্বন্ধে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প বিভাগ (The Commerce and Industry Department)

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও এ দেশের শ্রমশিল্প সম্বন্ধে এই বিভাগে আলোচনা হইয়া থাকে। ভারতের পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস সমূহ এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত আছে।

সামরিক বিভাগ (Military Department)

এই বিভাগ জঙ্গীলাটের (Commander-in-Chief) অধীন।

ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট।

ভারত গভর্ণমেণ্ট সমগ্র ভারতবর্ষে সুশাসনের ব্যবস্থার জন্য ব্রিটিশ মহাসভার নিকট দায়ী। সামন্তরাজগণের উপর ভারত গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। সাধারণ কর নির্দ্ধারণ, ঋণ গ্রহণ, করেন্সি (Currency) পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে প্রভৃতির ব্যবস্থা ভারত গভর্ণমেণ্ট করিয়া থাকেন।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ শুধু সেই প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রাজস্ব আদায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পয়ঃপ্রণালী ও পূর্ত্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু, এই সকলের ব্যবস্থাও ভারত গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ও অনুমোদনে হইয়া থাকে। ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইবার শক্তি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নাই। সেই সকল

নিয়ম প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহারই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কোনও কর্ম্মচারীর প্রতি অবিচার ঘটিলে সেই কর্ম্মচারী ভারত গভর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার অধিকারী এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকেন।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট রাজকার্য্যে কত পরিমাণ ব্যয় করিবার অধিকারী ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহা ধার্য্য করিয়া দেন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিতে পারেন না। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা নাই।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট

বর্ত্তমান ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—

(১) মান্দ্রাজ, বোম্বে ও বাঙ্গালা। এই তিন প্রদেশ গভর্ণরের শাসনাধীন। এই তিন প্রদেশেই ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন-পরিষদ বর্ত্তমান।

(২) বিহার এবং উড়িষ্যা ছোট লাটের (Lieutenant Governor) অধীন। এই প্রদেশেও ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন-পরিষদ বর্ত্তমান।

(৩) যুক্ত-প্রদেশ (United Provinces), পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ ছোট লাটের অধীন এবং এই তিন প্রদেশেই কেবলমাত্র ব্যবস্থাপক-সভা বর্ত্তমান।

(৪) আসাম ও মধ্য-প্রদেশ চিফ্ কমিশনরের (Chief

Commissioner) অধীন ; এই দুই প্রদেশে কেবলমাত্র ব্যবস্থাপক সভা বর্ত্তমান।

(৫) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, ব্রিটিশ বেলুচিস্থান এবং বর্ত্তমান দিল্লী চিফ-কমিশনরের অধীন। এই কয় প্রদেশে ব্যবস্থাপক-সভা কিম্বা শাসন-পরিষদের অস্তিত্ব নাই।

ব্যবস্থাপক সভা

গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক-সভা—Imperial Legislative Council এবং প্রাদেশিক গভর্ণর অথবা লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের ব্যবস্থাপক সভা Provincial Legislative Council.

সরকারী সভ্য

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সেই প্রদেশের জমিদার, মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ও সওদাগর প্রভৃতির মধ্য হইতে যাঁহারা সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারাই এই সভায় সদস্যপদ লাভ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং জমিদার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির পক্ষ হইতে জনকয়েক সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এই সদস্যগণ নিজ প্রদেশের উন্নতি ও অভাব-অভিযোগের প্রতীকারের জন্য আলোচনা করিয়া থাকেন। প্রতিবর্ষে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তালিকা Financial Statement) প্রস্তুত হইলে, তদ্বিষয়েও এই সদস্যগণ যথেষ্ট আলোচনা করেন।

সকল প্রদেশের এই সদস্যদল হইতে গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক-সভায় দুই তিন জন প্রতিনিধিরূপে সদস্য প্রেরিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা প্রাদেশিক সভায় যেমন আলোচনা করিয়া থাকেন, গভর্ণর

জেনারেলের সভায়ও তেমনি আলোচনার অধিকারী। কেবল সামন্ত-রাজগণ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।

উক্ত দুই সভাতেই সদস্যগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়া থাকেন, সেই প্রশ্নপত্র সভা বসিবার অন্ততঃ ছয় দিন পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে গভর্ণমেণ্টে পাঠাইতে হয়।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে শাসন ব্যবস্থা

প্রাদেশিক গভর্ণর শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার শাসন-পরিষদের (Executive Council) পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শাসন-পরিষদ তিনজন মেম্বরে গঠিত; তাহার মধ্যে দুইজন বিচক্ষণ সিবিলিয়ান ও একজন সেই প্রদেশ হইতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত পাঁচজন সেক্রেটারী ইঁহাদিগের উপদেশ অনুসারে শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কমিশনরগণ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্য পদ্ধতির তত্ত্বাবধান করেন ও সেক্রেটারীকে সে বিষয় জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে শাসনতন্ত্র প্রজাবর্গের হস্তে, ভারতের শাসনদণ্ড রাজশক্তির হস্তে।

হাইকোর্ট

বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বে, যুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে হাইকোর্ট বর্ত্তমান। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ক আপীলের একরূপ চূড়ান্ত বিচার ভারতবর্ষে এই হাইকোর্টেই হইয়া থাকে। তবে এই বিচারে সন্তুষ্ট না হইলে ইংলণ্ডে প্রিভিকৌন্সিলে আপীল হইয়া থাকে। প্রিভিকৌন্সিলের বিচার শেষ বিচার।

জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটই সেই জিলায় রাজপ্রতিনিধিরূপে বিবেচিত হইয়া থাকেন। পুলিশের সম্যক ব্যবস্থা ও দেশে শান্তি রক্ষা করা জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষে শাসন-শক্তি উচ্চ-রাজ-কর্ম্মচারী হইতে ক্রমশঃ নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

সম্পূর্ণ।